



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
অংশগ্রহণকারী: এসএসসি/দাখিল পর্যায়ে পাঠদানকারী শিক্ষকবৃন্দ

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতিকে যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য ২০১০ সালে এসএসসি এবং ২০১২ সালে এইচএসসি পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের না বুঝে মুখস্ত করার প্রবণতা থেকে সরিয়ে এনে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বুঝে আত্মস্থ করা, বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করা এবং কোন বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সক্ষমতা অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন। তাই প্রশ্ন প্রণেতা এবং প্রশ্ন পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান শিক্ষা বোর্ডসমূহের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম।

২০০৮ সাল হতে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য ১২ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৮ সালের পর প্রশ্ন প্রণেতা, প্রশ্ন পরিশোধনকারী ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। এই সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকগণের অবসরে চলে যাওয়া ও প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালনের কারণে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে দক্ষ প্রশ্ন প্রণেতা ও প্রশ্ন পরিশোধনকারীর সংকট তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ২০২৪ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০২৬ সাল থেকে এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মূল্যায়ন কাঠামোতে পরিবর্তন এনেছে। তাই বিভিন্ন বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি এসএসসি ও দাখিল পর্যায়ের প্রশ্ন প্রণেতা ও পরিশোধকগণের জন্য ৬ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে ৩টি কর্মশালার মাধ্যমে এসএসসি ও দাখিল পর্যায়ের ২১টি বিষয়ের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রতি বিষয়ে ১০জন বিষয় শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রশ্নপ্রণেতা ও পরিশোধনকারীগণের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) এর সম্মানিত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের দীর্ঘদিনের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করেছেন। ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণে এনসিটিবির বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং স্কুল ও মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষকগণ মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁদের প্রতিও জানাই কৃতজ্ঞতা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি যাবতীয় ব্যয় বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি নির্বাহ করছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

প্রত্যাশা করা যায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ এসএসসি/দাখিল পর্যায়ে মানসম্মত প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও মূল্যায়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। আমি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।



(প্রফেসর ড. খন্দোকার এহসানুল কবির)

সভাপতি

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

ও

চেয়ারম্যান

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি

ক্রমিক	নাম	পদবি	
১	প্রফেসর এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	আহবায়ক
২	জনাব মোহাম্মদ নূরুল হক	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়)	সদস্য
৩	জনাব মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চমাধ্যমিক)	সদস্য
৪	জনাব মোঃ ইমদাদ জাহিদ	উপসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন)	সদস্য
৫	জনাব জেসমিন তাসলিমা বানু	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (সনদ)	সদস্য সচিব

ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবি
১	জনাব মোঃ খালিদ হোসেন	অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ফোকাল পয়েন্ট)
২	জনাব মোঃ আলী হাসান	অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ
৩	জনাব সালমা আক্তার	অধ্যাপক, প্রাণিবিজ্ঞান
৪	জনাব লিপিকা রানী সাহা	সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান
৫	জনাব রনজিত কুমার সরকার	সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন
৬	জনাব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান
৭	জনাব মুহাম্মদ আসলাম খালেদ	সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা
৮	জনাব মোঃ শামসুল হুদা	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি

প্রশিক্ষণ সূচি			
দিবস	অধিবেশন	সময়	প্রশিক্ষণের বিষয়
প্রথম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০:৩০	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
দ্বিতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
তৃতীয় দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো
চতুর্থ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
পঞ্চম দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
ষষ্ঠ দিবস	অধিবেশন ১	০৯:০০ - ১০: ৩০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন
	অধিবেশন ২	১১:০০ - ০১:০০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন
	অধিবেশন ৩	০২:০০ - ০৩:০০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন
	অধিবেশন ৪	০৩:০০ - ০৫:০০	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন

প্রতিদিন

- সকালের চা ১০: ৩০ - ১১: ০০
- দুপুরের খাবার ও বিরতি ০১: ০০ - ০২: ০০
- বিকালের চা ০৪: ৪৫ - ০৫: ০০

সূচিপত্র

চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী		i	
ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ ও প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান কমিটি		iii	
ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ		iii	
প্রশিক্ষণ সূচি		v	
সূচিপত্র		vi	
শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা		vii	
	প্রশিক্ষণের বিষয়	পৃষ্ঠা	
১.	মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম	১	
২.	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ	৫	
৩.	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা	৯	
৪.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন	১২	
৫.	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো	১৪	
৬.	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন	১৭	
৭.	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন	২১	
৮.	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন	২৩	
পরিশিষ্ট			
৯.	পরিশিষ্ট: ক	শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২৯
১০.	পরিশিষ্ট: খ-১	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	৩১
১১.	পরিশিষ্ট: খ-২	মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল	৩২
১২.	পরিশিষ্ট: গ	শিখনফল ম্যাপ	৪২
১৩.	পরিশিষ্ট: ঘ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের দক্ষতার স্তর নির্ণয়	৪৩
১৪.	পরিশিষ্ট: ঙ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ	৪৬
১৫.	পরিশিষ্ট: চ	উদ্দীপক তৈরিতে নেতিবাচক বিষয় পরিহার সংক্রান্ত পরিপত্র	৪৭
১৬.	পরিশিষ্ট: ছ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	৪৮
১৭.	পরিশিষ্ট: জ	ত্রুটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ	৫০
১৮.	পরিশিষ্ট: ঝ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক	৫৪
১৯.	পরিশিষ্ট: ঞ	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তর উপস্থাপনের নমুনা ছক	৫৫
২০.	পরিশিষ্ট: ট	সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ	৫৬
২১.	পরিশিষ্ট: ঠ	সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর	৫৯
২২.	পরিশিষ্ট: ড	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উদাহরণ	৬২
২৩.	পরিশিষ্ট: ঢ	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর	৬৩
২৪.	পরিশিষ্ট: ণ	পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন	৬৫

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Aptitude Test	প্রবণতা বা ঝাঁক নিরূপন অভীক্ষা: কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, ঝাঁক বা প্রবণতা নিরূপন। যেমন, গণিত শেখানোর প্রতি প্রবণতা নিরূপন।
Application	প্রয়োগ: পূর্বে অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার সক্ষমতা।
Analysis	বিশ্লেষণ: কোন ধারণা বা বস্তু বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত এবং উপাদানসূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন।
Assessment	কৃতিত্ব যাচাই: পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিমাণ নির্ধারণ।
Assessment Instrument	মূল্যায়ন উপকরণ: শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাই করার জন্য যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন-প্রশ্নপত্র, নির্দেশনা, রেটিং স্কেল ইত্যাদি।
Backwash Effect	কোন কাজের ফলাফলের প্রভাব: যেমন শিখন-শেখানোর উপর পরিচালিত অভীক্ষার ফলাফলের প্রভাব।
Class Test	শ্রেণি অভীক্ষা: পাঠ্যসূচির কোনো পরিচ্ছেদ, পাঠ্যপুস্তকের কোনো অধ্যায় বা কোনো ইউনিটের শিখন-শেখানো শেষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি জানার জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের পরীক্ষা।
Comprehension	অনুধাবন: কোন বিষয়বস্তু থেকে অর্থ তুলে ধরতে পারা। নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা, বর্ণনা এবং অনুবাদ ইত্যাদি।
Constructivism	গঠনবাদ: শিক্ষার্থীর ধারণা গঠন বিষয়ক তত্ত্ব। পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধারণা গঠন।
Correlation	সহ-সম্পর্ক: দুটি চলক এর মধ্যে সম্পর্ক। একটির পরিবর্তন হলে যদি অপরটিরও পরিবর্তন হয় তা হলে বলা হয় চলক দুটির মধ্যে সহ-সম্পর্ক আছে। পরিবর্তন একই দিকে অথবা বিপরীত দিকে হতে পারে। যেমন-এসএসসি পরীক্ষায় (লিখিত পরীক্ষা) শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোর এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যে একই দিকে সহ-সম্পর্ক থাকা প্রাসঙ্গিক।
Criterion Referenced Interpretation	পূর্ব নির্ধারিত মানদণ্ডের বিচারে শিক্ষার্থীর অর্জিত কৃতিত্ব বিশ্লেষণ।
Curriculum	শিক্ষাক্রম: শিক্ষার কোন পর্যায়ের বা বিষয়ের যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা।
Evaluation	মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীর অর্জনের (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ ইত্যাদি) মাত্রা নিরূপন ও বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদান।
Examination	পরীক্ষা: শিক্ষার্থীরা কাগজ কলম ব্যবহার করে প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তাদের কৃতিত্ব প্রকাশ করে। পরীক্ষার একটি আনুষ্ঠানিকতা থাকে এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় (সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা)।
Feedback	ফলাবর্তন: কোন কিছু মূল্যায়ন বা পরীক্ষার পর এর ত্রুটি বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া। যেমন- ক্লাস পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের ভুল ধরিয়ে নির্দেশনা দেওয়া।
Follow-up	শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট বা কোন কাজ করতে দেওয়ার পর শিক্ষক কর্তৃক তাদের কাজের গতিধারা ও স্বরূপ পরীক্ষণ (মনিটর) করা।
Formative Assessment	গঠনকালীন মূল্যায়ন: শিখন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন। শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিখনের মানোন্নয়ন।
Higher Order Thinking Skills	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা: বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সৃজনশীল দক্ষতা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।
Intellectual Skill	বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা: শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বা মেধা সম্পর্কিত দক্ষতা। এতে অর্ন্তভুক্ত হয় তথ্য স্মরণ করার সামর্থ্য। কোনো বিষয় বুঝেছে কি না তা প্রকাশ করার দক্ষতা। অর্জিত জ্ঞান নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারার দক্ষতা। কোনো বিষয়বস্তু/যন্ত্রপাতি বিভিন্ন উপাদানে/অংশে বিভক্ত করা, এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ এবং উপাদান/অংশসমূহ একত্রিত করে নতুন কিছু সৃষ্টি করার/সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা। সৃষ্টি/সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করার এবং মতামতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের পারদর্শিতা।

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Item Facility Index	প্রশ্নপত্রের পদের (Item) কাঠিন্য-মাত্রা: এটি হচ্ছে সঠিক উত্তরদাতা ও মোট উত্তরদাতার অনুপাত। একটি নির্দিষ্ট পদ কতটুকু কঠিন হয়েছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জানা যায়।
Item Discrimination Index	প্রশ্নপত্রের পদের বিভেদকরণ মাত্রা: প্রশ্নপত্রের একটি নির্দিষ্ট পদের সঠিক উত্তরের প্রেক্ষিতে বেশি নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থী এবং কম নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের তুলনা। উচ্চ মেধা সম্পন্ন এবং কম মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য করেছে তা এই সূচকের মাধ্যমে জানা যায়।
Ipsative Referenced Interpretation	শিক্ষার্থীদের আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি রেটিং স্কেলের মাধ্যমে মূল্যায়ন।
Knowledge	জ্ঞান: তত্ত্ব, তথ্য, সূত্র, ধারণা, ইত্যাদি জানা এবং স্মরণ রাখা।
Learning Outcome	শিখনফল: পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের যে পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয়।
Leniency in Marking	নম্বর প্রদানে উদারতা: শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে কৃতিত্বের চেয়ে বেশি নম্বর প্রদান এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা। এর ফলে মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।
Marking Scheme/Rubrics	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা: শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরের গুণাগুণ যাচাই করে মান অনুযায়ী পরীক্ষকগণ কীভাবে নম্বর প্রদান করবেন সে সম্পর্কিত নির্দেশনা। এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
Measurement	পরিমাপ: শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাইয়ে ব্যবহৃত ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাত্ত (সংখ্যাবাচক)।
Moderation	পরিশোধনঃ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র মানসম্মত করা।
Norm Referenced Interpretation	পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীর সাথে আরেকজন শিক্ষার্থীর তুলনা। যেমন- এইচএসসি/আলিম/এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রেড প্রদান।
Randomization of Script	উত্তরপত্র নমুনায়ন: দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র নির্বাচন।
Raw Score	অশোধিত নম্বর (Raw Score) শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর।
Reliability	নির্ভরযোগ্যতা: একাধিকবার অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সঙ্গতি
Specification Grid	নির্দেশক ছকঃ প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত ছকে দক্ষতা ও অধ্যায় ভিত্তিক প্রশ্নের পদ (Item) বন্টন বা বিন্যাস।
Standardization	আদর্শায়ন/প্রমিতকরণ: পরীক্ষায় প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর Raw Score পরিসংখ্যানের সূত্র প্রয়োগ করে আদর্শ নম্বরে রূপান্তরকরণ।
Statistical Moderation	পরিসংখ্যানিক পরিশোধন: পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে এক রকম ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে অন্য ব্যবস্থায় প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করে চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারণ করা।
Summative Assessment	সামষ্টিক মূল্যায়ন: কারিকুলাম/সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান শেষে একটি দীর্ঘ সময় পরে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন (যেমন-সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষা, এইচএসসি, আলিম, এসএসসি পরীক্ষা, দাখিল পরীক্ষা)।
Synthesis	সংশ্লেষণ: কোন কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মূলভাব বা সারকথা নির্ধারণ।
Syllabus	পাঠ্যসূচি: নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন বিষয়ের নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও নির্ধারিত নম্বরের তালিকা।
Validity	যথার্থতা: যা পরিমাপ করার কথা তা কতটা করা গেছে, নির্ধারিত শিখনফল কতটা অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপের জন্য যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় ঐ প্রশ্নপত্র দ্বারা তা কতটা পরিমাপ করা সম্ভব।

প্রথম দিবস: অধিবেশন-১
(০৯:০০ - ১০:৩০)

প্রশিক্ষণের বিষয় : মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত শিক্ষাক্রম (Curriculum)

শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

একটি নির্দিষ্ট বয়স ও শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। কারিকুলাম হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমের রূপরেখা। কারিকুলামের লক্ষ্য জাতীয় দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ ও চাহিদা এবং উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়। লক্ষ্য থাকে অনেক ব্যাপক। এই লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় (পরিশিষ্ট 'ক')। এই উদ্দেশ্যসমূহ কোন কোন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে অর্জন করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এখান থেকেই নির্ধারণ করা হয় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (পরিশিষ্ট 'খ-১')। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহকে আবার স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যে বিন্যাস করা হয়। অতঃপর স্তরের উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয় শিখনফল (পরিশিষ্ট 'খ-২')। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও শিখনফল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য কারিকুলাম থাকে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য স্তরভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন কারিকুলাম রয়েছে। শিক্ষাক্রমে নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিরূপণ করা হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, শেখানোর পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কৌশল কারিকুলামে উল্লেখ থাকে। একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী দক্ষতা অর্জন করতে পারবে তা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাও শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে শেখানোর কৌশল কী হবে তারও একটি দিকনির্দেশনা শিক্ষাক্রমে বর্ণিত থাকে।

কারিকুলাম পরিবর্তনশীল। বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ধারণার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে কারিকুলামেও পরিবর্তন আনা হয়। আর তা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থা সেকেলে হয়ে পড়ে এবং দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ গঠন করা সম্ভব হয় না। সে কারণে দেশ পিছিয়ে পড়ে। আবার কারিকুলাম যুগোপযোগী করলেই হবে না, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নেও যথাযথ পরিবর্তন আনতে হবে।

কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অংশগ্রহণমূলক শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের টেকসই শিখন এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বিষয়বস্তুর আলোকে তাদের বিভিন্নমুখী কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে সমকালীন বৈচিত্র্য আনা খুবই জরুরি।

শিক্ষার্থীদের কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে মূল্যায়ন করতে হলে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন ছাড়াও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের অর্জিতব্য দক্ষতার কোনো অংশ মস্তিষ্ক সচল (Cognitive Domain- বুদ্ধিবৃত্তিক/চিন্তন ক্ষেত্র), কোনো অংশ হৃদয় সচল (Affective Domain-আবেগীয় ক্ষেত্র) আবার কোনো অংশ পেশি সচল (Psychomotor

Domain- মনোপেশিজ ক্ষেত্র) করার সাথে সংশ্লিষ্ট। শুধু কাগজে-কলমে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হৃদয় বা হাত সচল করা যায় না।

মস্তিষ্ক সচল বা চিন্তা করার দক্ষতার প্রাথমিক স্তর হলো মুখস্থ বা জ্ঞান (Knowledge), এর পর অনুধাবন (Understanding), প্রয়োগ (Application), বিশ্লেষণ (Analysis), সংশ্লেষণ (Synthesis) এবং মূল্যায়ন (Evaluation)।

হৃদয় সচল (Affective Domain) এর সাথে শিক্ষার্থীর আবেগের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত, যেমন- অনুভূতি, মূল্যবোধ, প্রশংসা, উদ্দীপনা, প্রণোদনা এবং মনোভাব।

Affective Domain – এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

Receiving : সচেতনতা, শোনার প্রতি আগ্রহ যেমন শ্রদ্ধাসহকারে অন্যের বক্তব্য শোনা।

Responding : সক্রিয় অংশগ্রহণ যেমন কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা।

Valuing : কোনো বিশ্বাস, বস্তু বা আচরণের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে মূল্য দেওয়া। যেমন- ব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্পর্শকাতর হিসাবে নিতে পারা এবং মূল্যায়ন করা।

Organizing : বিভিন্ন মূল্যবোধের তুলনা এবং সমন্বয় সাধন করে অসাধারণ মূল্যবোধ গঠন করা। যেমন- স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীল আচরণের ভারসাম্যের প্রয়োজন শনাক্ত করা।

Internalizing : এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন- স্বাধীনভাবে কাজ করার সময় ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ফুটে উঠা।

Psychomotor Domain : এর সাথে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর শরীরের নড়া-চড়া/গতি, সমন্বয় এবং যন্ত্র/বস্তু ব্যবহারের দক্ষতা। এ ধরনের দক্ষতার জন্য দরকার অনুশীলন। গতি, নির্ভুলতার মাত্রা, দূরত্ব, পদ্ধতি অথবা বাস্তবায়ন কৌশলের মাধ্যমে এ দক্ষতা পরিমাপ করা যায়।

Psychomotor Domain - এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

Imitation : অন্যের কাজ অনুকরণ করে কাজের কৌশল শেখা, যেমন- অনুকরণ করে টাইপ করা বা ছবি অংকন। এক্ষেত্রে কৃতিত্ব নিম্নমানের হতে পারে।

Manipulation : নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার সক্ষমতা এবং অনুশীলন। যেমন- ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটারে ডকুমেন্ট টাইপ করা।

Precision : কাজ সংশোধন এবং আরো নির্ভুল করতে পারা। যেমন- ডকুমেন্ট টাইপ করা এবং ভুল সংশোধন করা।

Articulation : একই সিরিজের কতগুলো কাজের সমন্বয়সাধন, ঐক্যতান স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা। যেমন- ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা, (সঠিকভাবে টাইপ, হেডার, ফুটার, এলাইনমেন্ট ঠিক রাখা)। যেমন- ভিডিও প্রয়োজনায় গান, নাটক, কালার কম্পোজিশন, শব্দের সমন্বয়)।

Naturalization: কোনো কাজে এমন উঁচু মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করা যে, কাজ করতে তেমন চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। যেমন- তেমন কোন চিন্তা না করে দ্রুত ও সঠিকভাবে ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা।

শিক্ষক শ্রেণিতে শুধু বক্তব্য প্রদান করলে এবং কেবল কাগজে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হলে কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। মূলত শিক্ষকগণকে কারিকুলাম এবং এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও অনুধাবনে যত্নশীল হতে হবে। নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের পর সরকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিকুলাম প্রেরণ ও বিস্তরণ করে থাকে।

শিখনফল এবং শিখনফল ম্যাপ

- একটি বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থী কী শিখন অর্জন করবে তার প্রত্যাশাই শিখনফল। অর্থাৎ একটি বিষয়বস্তুর শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে একজন শিক্ষার্থী কী শিখতে পারবে/দক্ষতা অর্জন করবে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই হলো শিখনফল। শিখনফলগুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য। অস্পষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে। কোন বিষয়ের অধ্যয়নগুলোর মধ্যে যে শিখনফল দেয়া থাকে তার অনেকগুলোই রূপগতভাবে সাধারণ। সাধারণ শিখনফলগুলোকে আরও সুনির্দিষ্ট শিখনফলে রূপান্তর করা যায়। শিখনফলগুলো যতো সুনির্দিষ্ট হবে মূল্যায়ন ততো যথার্থ হবে। প্রশ্ন করার সময় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কী করতে সক্ষম (এখানে শুধু চিন্তন ক্ষেত্রে বিবেচ্য) তা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বের করে আনা যাবে।
- একজন শিক্ষার্থী শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিখনফল কতটা অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্যই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হয়। শিক্ষাক্রমে একটি বিষয়ের যতগুলো শিখনফল অন্তর্ভুক্ত থাকে তার সবগুলোই একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যাচাই করা যায় না। এজন্য প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন যাতে একটি সুনির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল হয় তা নিশ্চিত করা খুব জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করাও একজন প্রশ্নপ্রণেতার গুরুদায়িত্ব।
- শিখনফল ম্যাপ হচ্ছে এমন একটি ছক যেখানে একটি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য নির্ধারিত কোন শিখনফলটি যাচাইয়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তা উল্লেখ থাকে। এই ছকের সর্ববামের কলামে (Column) শিখনফলের নম্বর (শিক্ষাক্রম অনুযায়ী) এবং সর্বোচ্চ সারিতে (Row) অধ্যায় উল্লেখ থাকে। প্রতিটি সেলে একটি বহুনির্বাচনি অথবা সৃজনশীল প্রশ্নের কোন একটি অংশের ক্রমিক নম্বর (প্রশ্নপত্র অনুযায়ী) উল্লেখ করতে হয়। ফলে প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন (বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন) কোন অধ্যায়ের কোন শিখনফল যাচাইয়ের জন্য করা হয়েছে তা একনজরে দৃশ্যমান হয়। এর মাধ্যমে একই শিখনফল ব্যবহারে পুনরাবৃত্তি যেমন রোধ করা যায় তেমনি শিখনফলের প্রতিনিধিত্বশীল একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নসেট তৈরি করা সম্ভব হয়। **পরিশিষ্ট 'গ': শিখনফল ম্যাপ**

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

কাজ-১: শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, সাধারণ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণের উত্তরের সূত্র ধরে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- সমবেত আলোচনায় সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন;
- কোনো প্রশিক্ষণার্থীর ধারণাগত ঘাটতি থাকলে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে উত্তর আদায়ের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের আলোকে সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: শিখনফল ম্যাপ প্রস্তুতকরণ (৪৫ মিনিট)।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রশিক্ষণার্থীদের ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলে আলোচনা করে **পরিশিষ্ট 'ঘ'** থেকে ৫/৬টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, **পরিশিষ্ট 'ড'** থেকে ৫টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (বাংলা ১ম পত্রের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক প্রশ্ন) এবং **পরিশিষ্ট 'ট'** থেকে ২টি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের শিখনফল চিহ্নিত করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে শিখনফল সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর নম্বর শিখনফল ম্যাপের **(পরিশিষ্ট 'গ')** সংশ্লিষ্ট ঘরে লিখতে বলবেন;
- দলগত কাজ উপস্থাপনার সময় বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ওভারল্যাপিং ও কনটেন্ট কভারেজ বিষয়টির গুরুত্ব আলোচনা করবেন;

প্রথম দিবস: অধিবেশন-২
(১১:০০-০১:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয় :	চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রকারভেদ
শিখনফল :	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবেন; • বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন; • বহুনির্বাচনি প্রশ্নের চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, “প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলত মুখস্থ বিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তা মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হচ্ছে সেটি আত্মস্থ করা বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া।” জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ অভ্যন্তরীণ ও পাবলিক পরীক্ষায় দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় (এসএসসি/সমমান, দাখিল, এইচএসসি/সমমান, আলিম) সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। **পরিশিষ্ট: ‘গ’ পরীক্ষা সংস্কারের প্রজ্ঞাপনসমূহ**

১৯৫৬ সালে মার্কিন শিক্ষা মনোবিদ বেঞ্জামিন এস. ব্রুম মানুষের মনোজগতের চিন্তা করার প্রক্রিয়ার সহজ থেকে জটিল ক্রমবিন্যাস দেখান (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন)। চিন্তা করার এই ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করেই দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্নসমূহ প্রণয়ন করা হয়।

চিন্তন (চিন্তা করার) দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জ্ঞান (Knowledge) বা স্মরণ করা (Remember) : উপস্থাপিত ঘটনা, পরিস্থিতি বা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য শনাক্ত এবং স্মৃতি থেকে উল্লেখ করতে পারা।

অনুধাবন (Comprehension) বা বুঝতে পারা (Understand): লিখিত, মৌখিক বা লেখচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত নির্দেশনামূলক তথ্য/মেসেজ থেকে অর্থ বলতে বা লিখতে পারা (ব্যাখ্যা/বর্ণনা করা)।

প্রয়োগ (Application) বা প্রয়োগ করা (Apply) : তথ্য, পদ্ধতি, ধারণা, সূত্র নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুধাবন ক্ষমতা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান।

বিশ্লেষণ (Analysis) বা বিশ্লেষণ করা (Analyze) : বস্তু, ধারণা, সূত্র, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

মূল্যায়ন (Evaluation) বা মূল্যায়ন করা (Evaluate): ক্রাইটেরিয়া, মানদণ্ড, যুক্তির ভিত্তিতে মতামত, বিচার-বিবেচনা প্রদান।

সংশ্লেষণ (Synthesis) বা সৃষ্টি করা (Create): নতুন পরিস্থিতিতে তথ্য/উপাদান একত্রিত করে নতুন কিছু (বস্তু, ধারণা) সৃষ্টি করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ৬টি দক্ষতা স্তরকে নিচের চারটি দক্ষতা স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। এসএসসি/দাখিল/এইচএসসি/আলিম পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই চারটি স্তরের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চিন্তন দক্ষতার এই চারটি স্তরকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে:

জ্ঞান দক্ষতা স্তর	এটি হলো চিন্তন দক্ষতার প্রাথমিক স্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো: সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তত্ত্ব, তথ্য, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।
অনুধাবন দক্ষতা স্তর	অনুধাবন হলো কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে ব্যাখ্যা, অনুবাদ অথবা রূপান্তর করা যায়। বুঝতে পারলেই মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। শিখন এবং মূল্যায়নের জন্য অনুধাবন স্তরের প্রশ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।
প্রয়োগ দক্ষতা স্তর	প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা; পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন এবং হিসাবনিকাশ করা।
উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বুঝায় কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয় সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ তথ্য/উপাদান/অংশ সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের গঠন কাঠামো

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের একটি উদ্দীপক (Stem)/নির্দেশনা (Instruction) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর (Options) দেওয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর (Key) এবং অপরগুলি বিক্ষিপক (Distractors)। এ বিক্ষিপকগুলো সঠিক উত্তর নয়। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সকল বিক্ষিপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ উদাহরণসহ নিচে দেখানো হলো

১০ জন লোকের গড় ওজন ১৩৯.৪ পাউন্ড। তাদের মধ্যে ৩ জনের গড় ওজন হলো ১৮০ পাউন্ড।	উদ্দীপক	নিচের কোনটি গেরেট. এ. মরগান উদ্ভাবন করেন?	উদ্দীপক/ নির্দেশনা
বাকি ৭ জনের গড় ওজন কত পাউন্ড?	নির্দেশনা		
ক. ১১৫.০০	বিক্ষিপক	ক. অটোমোবাইল সেফটি বেল্ট	বিক্ষিপক
খ. ১২২.০০	সঠিক উত্তর	খ. জেব্রা ক্রসিং	বিক্ষিপক
গ. ১৪০.০০	বিক্ষিপক	গ. ট্রাফিক লাইট	বিক্ষিপক
ঘ. ১৫৯.৭০	বিক্ষিপক	ঘ. ভলকানাইজড রাবার টায়ার	সঠিক উত্তর

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পেপার পেন্সিল পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। তবে বাংলাদেশে তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (পরিশিষ্ট 'ঙ': বিভিন্ন প্রকারের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন) মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষায় বা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় থাকতে পারে। এ তিনটি ধরন হলো -

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)
২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)
৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)

এ ধরনের প্রশ্ন শুরু হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসাবে। প্রশ্ন অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য উদ্দীপকের কাজ করে। তবে এক্ষেত্রে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম। এর পরে থাকে ৪টি বিকল্প উত্তর, যার মধ্যে একটি মাত্র সঠিক উত্তর। এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রশ্নপ্রণেতাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/নির্দেশনা একই সাথে থাকে। সাধারণত এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা হয়। তবে বিকল্প উত্তরগুলো নতুন পরিস্থিতি প্রকাশ করতে পারলে এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমেও প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব।

২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নতুন। এ ধরনের MCQ ব্যবহারে প্রশ্নে বৈচিত্র্য আসে। স্মৃতিনির্ভর নয় এমন প্রশ্ন তৈরি করার জন্য এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা যায়।

এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে একটি অসমাপ্ত বাক্য থাকে এবং তার পরপরই নিচে ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণা দেওয়া হয়। ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণার ১টি/২টি/৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যসমূহকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব। বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য/বিবৃতি/ধারণা উদ্দীপক হিসাবে বিবেচিত হয়। নির্দেশনা ভিন্নভাবে থাকে। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

- কোনো প্রশ্নের উত্তরে একাধিক ধারণার সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে
- শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন ৪টি বিকল্প উত্তর না পাওয়া গেলে
- অনুধাবন বা আরও উচ্চতর স্তরের প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে

প্রশ্নপত্রে এ ধরনের প্রশ্ন সংখ্যা কম থাকাই ভালো। প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ ধরনের কিছু সংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। তবে কোনোভাবেই তা ২০% এর বেশি হবে না।

৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/সূচনা বক্তব্য (Stem/Scenario/Situation) দিয়ে শুরু হবে। এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একই উদ্দীপক/তথ্য/দৃশ্যকল্প থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হবে। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি। প্রশ্নপ্রণেতা উদ্দীপক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, রেডিও-টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি) থেকে নিতে পারেন। সৃজনশীল উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন প্রণয়ন করা যায়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে/পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

মূলত প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন তৈরির জন্য অভিন্ন তথ্যের ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন অভিন্ন তথ্য থেকে তৈরি করা যেতে পারে। উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য বড় হলে শিক্ষার্থীর পড়ার সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করে উদ্দীপকের আলোকে উচ্চতর দক্ষতা স্তর/প্রয়োগ দক্ষতা স্তর/অনুধাবন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের সঙ্গে অনেক সময় জ্ঞান দক্ষতা স্তরের প্রশ্নও তৈরি করা হয়। তবে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের আওতায় সাধারণত জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি না করাই ভালো। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান স্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নই যথেষ্ট, এর জন্য কোনো জটিল কাঠামো অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ ও চিন্তন দক্ষতার স্তর নির্ণয়।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর, বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ এবং গঠন কাঠামো সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষার্থীকে এককভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সরবরাহকৃত প্রশ্নগুলোর (পরিশিষ্ট: 'ঘ') দক্ষতা স্তর ও ধরন নির্ণয় করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষার্থীগণকে ছোট ছোট দলে (৫/৭ জন) বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলের পোস্টার টাঙিয়ে দিতে বলবেন;
- যে কোনো একটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় অন্য দলের কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে তা যুক্ত করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

কাজ-২: তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষার্থীগণকে ছোট ছোট দলে (৫/৭ জন) বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস: অধিবেশন ৩ ও ৪
(০২:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয়	: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা
শিখনফল	: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; • বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিত করে তা সংশোধন করতে পারবেন; • বিভিন্ন প্রকারের এবং দক্ষতাস্তরের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ এর উপর ভিত্তি করে একটি মানসম্পন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্ন তৈরি হয়। মানসম্পন্ন উদ্দীপক এবং বিকল্প উত্তরগুচ্ছ তৈরির সময় নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উদ্দীপক-

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে।
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না)।
- 'হ্যাঁ' বোধক হতে হবে (আর 'না' বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)।
- এমন কোনো ইঙ্গিত দিবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।
- নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করবে না, অর্থাৎ ইতিবাচক হবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরসমূহ-

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে। (প্রতিটি বিকল্প উত্তর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে)।
- ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হলে)।
- দৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হবার সম্ভাবনা থাকে)।
- Mutually Exclusive/Mutually Inclusive যথাসম্ভব পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যায়)।
- 'উপরের সবগুলো সঠিক'/'উপরের কোনটি সঠিক নয়' এরূপ বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করবে।

একটি প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্নের বিকল্প উত্তর বা উত্তরগুচ্ছ সঠিক উত্তরের (Answer Key) ক্রমিক সংখ্যা (Serial Number) এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন সঠিক উত্তরের কোনো ধারাবাহিক ক্রম (Sequence) না থাকে।

উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল

- ❖ পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে এবং উদ্দীপক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার স্তরকে বিবেচনায় রেখে পরিস্থিতি নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ আপনি প্রয়োগ দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদিকে প্রয়োগ করবেন তা বিবেচনায় নিবেন এবং উচ্চতর দক্ষতার ক্ষেত্রে কোন কোন তত্ত্ব, তথ্য, ধারণা, নিয়ম-নীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে শিক্ষার্থী যৌক্তিকভাবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে- তা বিবেচনা করে উদ্দীপকটি তৈরি করবেন।
- ❖ উদ্দীপকে তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অর্থাৎ একাধিক শিখনফলের ভিত্তিতে উদ্দীপকটি তৈরি করতে হবে। কারণ তথ্যের বহুমুখিতা না থাকলে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরে পুনরাবৃত্তি ঘটে।
- ❖ উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য উদ্দীপকে সংশ্লিষ্ট শিখনফলেও তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে। অথবা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের জন্য একাধিক শিখনফলকে বিবেচনায় নিতে হবে।
- ❖ উদ্দীপক হবে মৌলিক (Unique), এটি পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি থাকবে না। উদ্দীপক হিসেবে সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ/অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হবে না।
- ❖ কখনও কখনও সিলেবাস বহির্ভূত কোনো প্রবন্ধ, গল্প, ছোট গল্প এবং কবিতা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে উদ্দীপকটি যেন প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তৈরির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- ❖ উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত (উদ্দীপক ৬/৭ বাক্যের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়)।
- ❖ অপ্রয়োজনীয় শব্দ/বাক্য পরিহার করতে হবে।
- ❖ উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে।
- ❖ পাঠ্যপুস্তকের একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করেও উদ্দীপক তৈরি করা যাবে।
- ❖ পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে।
- ❖ পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- ❖ সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়গ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমন্বয়ে উদ্দীপক তৈরি হবে।
- ❖ দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে। একটি প্রশ্নের উত্তর/উত্তরের ইঙ্গিত অন্য কোনো প্রশ্নের উদ্দীপকে থাকবে না।

কোনো জাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, রাজনৈতিক আদর্শ, দেশ, অঞ্চল, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে হেয় করে বা আঘাত করে উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেও উদ্দীপক এবং প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার দক্ষতা কোন স্তরে অবস্থান করছে তা মূল্যায়ন করাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য। হিংসা বা বিদ্বেষ ছড়াতে পারে, মানহানির ঘটনা ঘটতে পারে এমন উদ্দীপক বা প্রশ্ন কোনোভাবেই প্রণয়ন করা যাবে না। [পরিশিষ্ট 'চ': পরিপত্র]

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নীতিমালার ভিত্তিতে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও সংশোধন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- নীরব পাঠ ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের (পরিশিষ্ট 'ছ') ত্রুটি চিহ্নিত করতে বলবেন;
- দলে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতি দলের ৫/৬টি প্রশ্ন সম্পর্কিত কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে নিজে প্রশ্নের ত্রুটি ধরিয়ে দিবেন;
- ত্রুটি কীভাবে সংশোধন করা যায় তা প্রশিক্ষণার্থীগণের কাছে জানতে চাইবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা করবেন (এক্ষেত্রে পরিশিষ্ট 'জ' এর সহায়তা নিবেন);
- উপস্থাপিত কাজের সংশোধনের সাথে সাথে অন্যান্য দলের দলগত কাজটি সংশোধন করতে বলবেন।

কাজ-২: নীতিমালার আলোকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন।

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে তিন প্রকারের এবং চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রতিটি দলকে চূড়ান্তকৃত ৪টি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলবেন;
- নীতিমালার আলোকে উপস্থাপিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করবেন;
- সমবেত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

প্রথম দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে জ্ঞান স্তরের ৩টি, অনুধাবন স্তরের ২টি, প্রয়োগ স্তরের ১টি, অভিন্ন উদ্দীপক থেকে ২টি (প্রয়োগ ১টি ও উচ্চতর দক্ষতা ১টি) মোট ৮টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

দ্বিতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪

প্রশিক্ষণের বিষয় :	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
শিখনফল :	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- ● একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারবেন; ● নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

এসএসসি/দাখিল পরীক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণেতাগণকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র তৈরি এবং তা একটি নির্দেশক ছকে উপস্থাপন করতে হবে। এর ফলে বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত সরকারের নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা সহজে বোঝা যাবে।

নির্দেশক ছক (Specification Grid)

১. বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে যে বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে নির্দেশক ছক তা ব্যাখ্যা করে।
২. নির্দেশক ছকের কলামে পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো উল্লেখ থাকে।
৩. দক্ষতার চারটি স্তর ক্রমানুযায়ী সারিতে (Row) সাজানো হয়।
৪. বিষয়বস্তু এবং দক্ষতার স্তর অনুযায়ী প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করে নির্দেশক ছকটি পূরণ করা হয়। প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যাটি ছকের যথাযথ ঘর (Box)-এ বসানো হয়।
৫. শিক্ষাক্রমে যে বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের সংখ্যা স্থির করা হয়। যদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তবে প্রশ্নের সংখ্যা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমভাবে বণ্টন করা উচিত।
৬. উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন যত বেশি হয়, পরীক্ষার্থীদের সক্ষমতার মধ্যে তত বেশি পার্থক্য প্রত্যাশা করা যায়। প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শতকরা হার নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:

জ্ঞান স্তর	-	৩০-৪০%
অনুধাবন স্তর	-	৩০-৪০%
প্রয়োগ স্তর	-	১০-২০%
উচ্চতর দক্ষতা স্তর-	-	১০-২০%

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তরের ৭০% এবং প্রয়োগ ও উচ্চতর স্তরের ৩০% প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হবে।

নির্দেশক ছকের উদ্দেশ্য

১. বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার স্তর বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে কীভাবে বিন্যস্ত রয়েছে তা টেবুলার ফরমেটে ব্যাখ্যা করা।
২. একটি প্রত্যাশিত মানের সঙ্গে এ নির্দেশক ছকের তুলনা করা এবং নির্দেশক ছকের কোথায় সংশোধন দরকার সে বিষয়ে সুপারিশ করা।
৩. নির্দেশক ছকের প্রতিটি ঘর (Box)-এর মধ্যে যে প্রশ্নসংখ্যা রয়েছে তা শিক্ষাক্রমকে যথাযথ প্রতিফলন করে কিনা তা নিশ্চিত করা।

নির্দেশক ছকের গুরুত্ব

১. শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত সমগ্র বিষয়বস্তু এবং চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আনুপাতিক হারে প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা তা নির্দেশক ছকের মাধ্যমে খুব সহজেই এবং দ্রুত বোঝা যায়।
২. পরীক্ষার উত্তরপত্র বিশ্লেষণের (Post exam. analysis) মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্নের যথার্থতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে নির্দেশক ছক প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: বাড়ির কাজে প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন উপস্থাপন (৩০+১০০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বে গঠিত দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে একমতের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে পর্যায়ক্রমে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-২: অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন পরিমার্জন ও পুনঃউপস্থাপন (৩০+১০০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বে গঠনকৃত দলে বসে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নগুলো পুনরায় পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে একমতের ভিত্তিতে তিন প্রকারের চার দক্ষতার ৪টি প্রশ্ন নির্বাচন করে (পূর্বে উপস্থাপিত প্রশ্ন ব্যতীত) পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-৩: একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন (১১৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- অধিবেশনের তথ্যপত্রটি নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর এবং সমবেত আলোচনার মাধ্যমে নির্দেশক ছকের (পরিশিষ্ট-ঝা) ধারণা ও গুরুত্ব স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক দলকে পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে একসেট প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করতে বলবেন;
- সেট চূড়ান্ত করার প্রয়োজনে প্রতিটি দলকে নতুন করে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- তৈরিকৃত সেটের সঠিক উত্তরের (Answer Key) ছক (পরিশিষ্ট-ঞ) পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্ন সেটের আলোকে নির্দেশক ছক পূরণ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাঁদের তৈরিকৃত প্রশ্নপত্র, সঠিক উত্তরের (Answer Key) ছক ও পূরণকৃত নির্দেশক ছক সরবরাহকৃত খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

তৃতীয় দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয় :	বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো
শিখনফল :	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • এক সেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন; • সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাক্টিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

প্রশ্ন পরিশোধন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্ন যথাযথভাবে লিখিত কি না, পরীক্ষার জন্য উপযোগী কি না এবং একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কি না তা যাচাই করা হয়। পরিশোধনের মাধ্যমে প্রশ্ন যাচাই বাছাই করা হয় যাতে সুসমন্বিত ও যথাযথ প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায়। পরিশোধন ব্যতীত প্রশ্নপত্রে দুর্বলভাবে লিখিত প্রশ্ন, একই ধারণা ও বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি অথবা সম্পূর্ণভাবে দুর্বোধ্য প্রশ্ন সন্নিবেশিত হতে পারে। পরিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে প্রতিটি প্রশ্ন এবং চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন কি না। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষার্থীদের জন্য পক্ষপাতদুষ্ট হবে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- প্রতিটি প্রশ্ন অবশ্যই কারিকুলামের নির্দেশনার আলোকে বিষয়বস্তু ও দক্ষতা যাচাইয়ের উপযোগী হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং একটি নির্দেশক ছকে দক্ষতা ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রশ্নের/আইটেমের বন্টন দেখাতে হবে।
- প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃতব্য যে সকল তথ্য/সংখ্যা পরিবর্তনশীল সে সকল তথ্য জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- বিভিন্ন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন) প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন হবে সুস্পষ্টভাবে লিখিত অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবশ্যই কোনো রকমের অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা সৃষ্টি করবে না।
- একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই একটি মাত্র সঠিক উত্তর থাকবে।
- বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরগুচ্ছে সঠিক উত্তরের ক্রমবিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যেন অনুমান করে সঠিক উত্তর প্রদানের সুযোগ হ্রাস পায়।
- প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নে অবশ্যই এমন ৩টি বিক্ষিপক (Distractors) থাকবে যেগুলো শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকবে। প্রতিটি বিকল্প উত্তর অন্তত শতকরা ৫% পরীক্ষার্থীদের নির্বাচন করার সম্ভাবনা থাকতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনভাবেই যেন উত্তর/‘উত্তর পাওয়ার নির্দেশনা বা ইঙ্গিত’ না থাকে।
- সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জন পরিমাপে প্রতিটি প্রশ্নের উপযোগিতা থাকতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- একটি প্রশ্নপত্রের শুরুতে যেন কঠিন প্রশ্ন না থাকে। একাধিক প্রশ্নপত্র সেট তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের কাঠিন্যের বিন্যাসে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেটের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত হয়।
- সমাজে বা জনগোষ্ঠীর কোন অংশে বিরূপ এবং নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো প্রশ্ন প্রণয়ন থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

- পরিশোধকগণ নিশ্চিত করবেন যেন প্রশ্নপত্রের ৭০% জ্ঞান ও অনুধাবন স্তর এবং ৩০% প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর যাচাই করার উপযোগী হয়।
- ভাষার সঠিকতা, বিশেষ করে দ্ব্যর্থকতা/অস্পষ্টতা, বানান, যতিচিহ্নের ব্যবহার, পুনরাবৃত্তি ও উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার - এসব বিষয় পরীক্ষা করে দেখা;
- ডায়াগ্রাম, চার্ট, গ্রাফ, সারণি সঠিকভাবে অঙ্কন করা হয়েছে কিনা এবং এগুলোর আলোকে তৈরি প্রশ্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা;
- প্রশ্নপত্রের সার্বিক ভারসাম্য উপযুক্ত ও সঠিকভাবে বিন্যস্ত কি না, অন্যান্য প্রশ্নের সাথে প্রাবরণ (Overlap) করেছে কি না অথবা বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সৃজনশীল প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের মধ্যে প্রাবরণ (Overlap) হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশটি (ক) জ্ঞান স্তরের যা সহজ ও নিতান্তই স্মৃতিনির্ভর। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেওয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হলো প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে। পাঠ্যবইয়ের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যবইয়ে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণের, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মূল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। প্রশ্নের চতুর্থ অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

পরিশিষ্ট 'ট': সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা

পরীক্ষা অধিক অর্থবহ এবং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ক, খ, গ ও ঘ অংশ উদ্দীপকের আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। উদ্দীপক না পড়ে বা না দেখেও প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে। তবে উদ্দীপকের সাথে প্রশ্নের 'ক' ও 'খ' অংশের একটি পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। যে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক তৈরি করা হয় সে অধ্যায় বা অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তুর আলোকেই 'ক' ও 'খ' প্রশ্নসমূহ করা হয়। কিন্তু 'গ' ও 'ঘ' অংশের উত্তর উদ্দীপক বিবেচনায় না এনে করা সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য, একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: একসেট বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (২৭০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বের দিনের প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে প্রাপ্ত প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছক পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- প্রশ্নপত্র, নির্দেশক ছক ও সঠিক উত্তরের ছকের কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন/পরিবর্তন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

কাজ-২: সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রশ্ন প্রণয়ন (১০৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- নীরব পাঠ ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো অনুযায়ী একটি প্রশ্ন তৈরি করতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে নতুনভাবে ৫টি দলে বিভক্ত করবেন;
- এককভাবে প্রণীত প্রশ্নগুলো দলে আলোচনা করে ১টি প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টারে লিখতে বলবেন;
- তৈরিকৃত পোস্টারগুলো দেয়ালে/বোর্ডে টাঙিয়ে দিতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিশোধন করে দিবেন।

তৃতীয় দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বণ্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে ২টি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

চতুর্থ দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয় :	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন
শিখনফল :	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; • প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর লিখতে পারবেন; • নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল : সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics)

একটি উত্তরপত্র যদি দু'জন ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হয় তবে সেই দু'জন পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের মাঝে পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় পরীক্ষকের মানসিক গড়ন (বিশ্বাস, মূল্যবোধ, মেজাজ-মর্জি), শারীরিক অবস্থা (সুস্থতা, ক্লান্তি, অবসাদ) এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি একজন পরীক্ষক যদি একই উত্তরপত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মূল্যায়ন করেন তাহলে সকালে যে নম্বর তিনি দিবেন বিকেলে হয়তো সেই নম্বর নাও দিতে পারেন। নম্বর প্রদানের এই তারতম্য কমিয়ে আনার জন্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ব্যবহৃত হয়। Rubrics একটি দাঁড়িপাল্লা (পরিমাপক) স্বরূপ যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর শিখন কতটুকু হয়েছে তা যাচাই করা হয়। Rubrics সাধারণত দু' রকমের- বিশ্লেষণধর্মী (Analytical) এবং সার্বিক (Holistic)।

সার্বিক (Holistic): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় না নিয়ে সব বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তাই হচ্ছে সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Holistic Rubrics)। যেমন ১০ নম্বরের একটি রচনায় কখনো একজন পরীক্ষার্থী হয়তো ৮ নম্বর পেয়েছেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরের থেকে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করে নম্বর প্রদান করেছেন অর্থাৎ সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ব্যবহার করেছেন। সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা একজন শিক্ষার্থীর প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর (content) উপর দখল অথবা নৈপুণ্য/কুশলতা (skill/proficiency) অথবা বোঝার ক্ষমতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়। সাধারণত সামগ্রিক মূল্যায়নের (Summative Assessment) সময় Holistic Rubrics ব্যবহৃত হয়।

বিশ্লেষণধর্মী (Analytical): একজন পরীক্ষার্থীর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর লিখিত একটি রচনা বা মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়নের সময় যদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (যেমন : বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, উপস্থাপনা) পৃথকভাবে বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষার্থীর কাজের (Performance) মূল্যায়ন করা হয় তবে তা হচ্ছে বিশ্লেষণধর্মী নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Analytical Rubrics)। এক্ষেত্রে প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের জন্য প্রথমে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের কাঠিন্যের ধারাবাহিকতার (degree of difficulty level) আলোকে নম্বর/পয়েন্ট বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষার্থীর কাজকে (Performance) প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এতে করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী/শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেই আলোকে তাকে সুনির্দিষ্ট ফিডব্যাক (feedback) দেয়া যায়। যেমন একজন শিক্ষার্থীর লিখিত রচনায় দেখা গেল যে বাক্যগঠনে দুর্বলতা রয়েছে। তাহলে শিক্ষক বুঝবেন যে শিক্ষার্থীকে বাক্যগঠনের উপর ফিডব্যাক দিতে হবে। Analytical Rubrics সাধারণত গঠনমূলক মূল্যায়নে (Formative Assessment) এ ব্যবহৃত

হয়। এতে করে শিক্ষার্থীও জানতে পারে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাকে মূল্যায়ন করা হবে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষার্থী নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

শিখনফল Rubrics তৈরির মূল বিবেচ্য বিষয়। যে বৈশিষ্ট্য (Criteria) এর আলোকে শিখনফল অর্জিত হবে সেই বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা (Descriptor) সুস্পষ্ট হতে হবে। একজন শিক্ষার্থী কী লিখলে সর্বোচ্চ নম্বর পাবেন তা Rubrics লেখার সময় প্রথমেই লিখতে হবে। ক্রমান্বয়ে নিচের স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাখ্যা লিখতে হবে।

শিখনফল: শিক্ষার্থী শুদ্ধরূপে বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য একটি দরখাস্ত লিখতে পারবে।

একটি শুদ্ধ দরখাস্তের বৈশিষ্ট্য কী কী হতে পারে তা Rubrics তৈরির সময় বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে দরখাস্ত মূল্যায়ন করা হবে তা Rubrics এর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকৃতপক্ষে শিখনফলের অংশবিশেষ।

একটি আনুষ্ঠানিক দরখাস্ত মূল্যায়নের সময় সাধারণত নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা হয় :

- সঠিক গঠন (correct format)
- শুদ্ধ বানান এবং যতিচিহ্ন (correct spelling and punctuation)
- আনুষ্ঠানিক ভাষা (formal language)
- শুদ্ধ ব্যাকরণের ব্যবহার এবং শব্দ চয়ন (accurate grammar and vocabulary)

আনুষ্ঠানিক দরখাস্তের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য/দিক বিবেচনা করে বিশ্লেষণধর্মী বা সার্বিক মূল্যায়নের রূপকল্প (Analytical/Holistic Rubrics) তৈরি করা যায়।

সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Holistic Rubrics)

Score	বর্ণনা (Descriptor)
৩	গঠন ঠিক আছে, বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ এবং শব্দচয়ন শুদ্ধভাবে ব্যবহৃত হয়েছে; আনুষ্ঠানিক ভাষা (formal language) ব্যবহৃত হয়েছে।
২	গঠন সাধারণভাবে ঠিকই আছে; বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ এবং শব্দচয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুদ্ধ আছে; অল্প-কিছু জায়গা ছাড়া আনুষ্ঠানিক ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।
১	ভাষা গঠনে ভুল রয়েছে; বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ, শব্দচয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিক নেই। সাধু ও চলিত ভাষার বহুল মিশ্রণ এবং অনানুষ্ঠানিক ভাষার (informal language) ব্যবহার হয়েছে।
০	বানান, যতিচিহ্ন, ব্যাকরণ, শব্দচয়ন, ভাষা গ্রহণযোগ্য নয়/ উত্তর দেয়নি।

বিশ্লেষণধর্মী নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Analytical Rubrics)

নম্বর স্কের	গঠন (format)	বানান এবং যতিচিহ্নের ব্যবহার	ভাষা	শব্দচয়ন এবং ব্যাকরণ
৩	সঠিক গঠন	বানান এবং যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার হয়েছে	আনুষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে	শুদ্ধ শব্দচয়ন এবং ব্যাকরণ অনুসরণ করা হয়েছে
২	গঠনে কিছুটা ভুল রয়েছে	বানান এবং যতিচিহ্ন অধিকাংশই সঠিক	অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।	অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক শব্দচয়ন ও ব্যাকরণ অনুসরণ করা হয়েছে।
১	গঠনে খুব বেশি ভুল হয়েছে	বানান এর ব্যবহার মোটামুটিভাবে ঠিক/শুদ্ধ আছে	ভাষা ব্যবহারে মোটামুটিভাবে আনুষ্ঠানিক	শব্দচয়ন এবং ব্যাকরণ মোটামুটিভাবে ঠিক আছে
০	সঠিক গঠন নেই/কোনো উত্তর দেয়নি	বানান এবং যতিচিহ্নের ব্যবহারে ভুল রয়েছে। উত্তর দেয়নি।	আনুষ্ঠানিক ভাষার ব্যবহার নেই; উত্তর দেয়নি	শব্দচয়ন ও ব্যাকরণের ব্যবহারে ভুলের মাত্রা ব্যাপক, উত্তর দেয়নি

উপরের নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় এটি স্পষ্টতর প্রতীয়মান যে শিখনফলের চাহিদার আলোকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (সার্বিক বা বিশ্লেষণধর্মী) তৈরি করতে হচ্ছে। সে সকল বিষয়ের বানান, শব্দচয়ন, বাক্য গঠন ইত্যাদির ওপর চাহিদা থাকে। সেই সকল বিষয়ের নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় তার প্রতিফলন থাকতে হবে। যে সকল বিষয়ে বানান, শব্দচয়ন বা বাক্যগঠনের চেয়ে বিষয়বস্তুর ওপর জোর দেওয়া হয় সে সকল বিষয়ের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা তৈরির সময় বিষয়বস্তুর চিত্তার গভীরতার আলোকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা তৈরি করতে হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের জন্য সার্বিক নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় শিখনফলগুলো দক্ষতা স্তরের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং সংশ্লিষ্ট দক্ষতা স্তরের বিপরীতে বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীর দক্ষতা চাওয়া হচ্ছে তার পরিপূর্ণ বর্ণনা নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় লিখতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর (Marking Guideline and Model Answer) তৈরি করতে হবে।

পরিশিষ্ট '৪' : সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর]

পরীক্ষার্থীর উত্তর প্রত্যাশিত দক্ষতা স্তরের না হয়ে নিম্নতর দক্ষতা স্তরের হতে পারে সে কারণেই নম্বর প্রদান নির্দেশিকায় আংশিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী উত্তর উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষার্থী প্রশ্নের অংশ (খ) তে ১ অথবা ২ নম্বর পেতে পারে। (গ) অংশে ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে এবং (ঘ) অংশে ৪ অথবা ৩ অথবা ২ অথবা ১ নম্বর পেতে পারে। **ভগ্নাংশ নম্বর দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। লিখিত উত্তর গ্রহণযোগ্য না হলে শূন্য (০) পাবে।**

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা উত্তর প্রস্তুতকরণ প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ক্রটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। আবার এ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরীক্ষককে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানেও নির্দেশনা দেয়। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ক্রটিমুক্ত নয়। এভাবে প্রশ্নের নমুনা উত্তর লেখা প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে প্রশ্ন পরিমার্জনে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

উত্তর প্রদানে পরীক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও পরীক্ষকগণের নম্বর প্রদান

প্রশ্নপ্রণয়নকারীর তৈরি নমুনা উত্তর এবং পরীক্ষার্থীর লেখা উত্তর হুবহু একই হবে এমনটা আশা করা যায় না। উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্যগঠন, বাক্যবিন্যাস এবং উপস্থাপনা কৌশল স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নতর হবে। প্রশ্নপ্রণয়নকারীর লেখা নমুনা উত্তরের কোনো বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। প্রশ্নপ্রণয়নকারী হয়ত তা চিন্তা করতে পারেন নি কিন্তু পরীক্ষার্থীরা চিন্তা করতে পেরেছে। তাই পরীক্ষার্থীর উত্তর থেকে পরীক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরীক্ষার্থীর উত্তর কতটুকু সঠিক এবং সে দক্ষতার কোন স্তরে অবস্থান করছে। পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র থেকে ধারণা নিয়ে নমুনা উত্তরে সংযোজন, বিয়োজন হতে পারে আবার সরবরাহকৃত নমুনা উত্তরের পাশাপাশি নতুন কোনো উত্তর নমুনা উত্তর হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে।

প্রয়োগ বা উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় পরীক্ষার্থী প্রথমে জ্ঞান তারপর অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখবে - এমনটা ভাবা যাবে না। পরীক্ষার্থী জ্ঞান থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তর লিখতে পারে আবার নাও লিখতে পারে। পরীক্ষার্থীর লেখা সার্বিক উত্তর থেকে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর চিন্তার স্তর নির্ণয় করবেন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর দক্ষতা স্তরের উত্তরের মধ্যে নিম্নতর স্তরের চিন্তন দক্ষতা অন্তর্নিহিত থাকে।

পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা অনুযায়ী একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তর আগে বা পরে লিখতে পারবে। আবার তারা কোনো একটি সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশ লিখে আর একটি প্রশ্নের কোনো অংশ লিখতে পারে। যেমন- কোনো একটি প্রশ্নের (ক) অংশের উত্তর লিখে অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং পরে পূর্বের প্রশ্নটির (খ) অংশের উত্তর দিতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সতর্কতার সাথে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বর এবং অংশ শনাক্তকরণ বর্ণটি (ক, খ, গ, ঘ) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে, নমুনা উত্তরের প্রয়োজন কী? নমুনা উত্তর লেখার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপ্রণয়নকারী এবং পরিমার্জনকারীগণ প্রশ্নের ভুলত্রুটি চিহ্নিত ও সংশোধনের সুযোগ পান। এছাড়াও পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়নের একটি নির্দেশনা পান; এর ফলে নম্বর প্রদানে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব হ্রাস পায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের সময়ে প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করতে হবে। নমুনা উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নকারীকে ক্রটিমুক্ত প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেলে বুঝা যাবে যে, প্রশ্নটি ক্রটিমুক্ত নয়।

উল্লেখ্য, নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর শুধু পরীক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য। এটি শিক্ষার্থী/ পরীক্ষার্থীদের অনুসরণ/ব্যবহারের জন্য নয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরসহ একটি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন, পরিশোধন ও উপস্থাপন (২১০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক -

- নম্বর প্রদান নির্দেশিকার (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তরের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত তথ্যপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- নীরব পাঠ শেষে প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তা নিবেন;
- প্রত্যেককে বাড়ির কাজে প্রণীত ২টি প্রশ্নের যে কোনো ১টির রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর লিখতে বলবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীগণকে দলে বসে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে পোস্টার/ মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপিত কাজের উপর অন্য প্রশিক্ষণার্থীগণকে মতামত দিতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটি সংশোধন করে দিবেন।

কাজ-২: একসেট সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ (১৬৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেককে বাড়ির কাজে প্রণীত অবশিষ্ট প্রশ্নটির রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর লিখতে বলবেন;
- দলে বসে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ দলের সবগুলো সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা করে পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১ সেট সৃজনশীল প্রশ্ন চূড়ান্ত করে খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

পঞ্চম দিবস: অধিবেশন ১, ২, ৩ ও ৪

প্রশিক্ষণের বিষয়	: নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন
শিখনফল	: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- • নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরসহ এক সেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন একটি সময় সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য কাজ। একটি মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্ন পত্রের জন্য সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন যথাযথ উপায়ে করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে অভ্যস্ত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও পরিশোধনে নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে সচেতন হতে হবে-

- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
- প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না। তবে উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম/সিলেবাস/পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হতে হবে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ভূমির আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) তৈরি করতে হবে।
- উদ্দীপকে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না। বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘ক’ ও ‘খ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে।
- উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) উদ্দীপকের আলোকে গঠিত হলেও অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক/প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হয়।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের পূর্ণ বা আংশিক উত্তরে (পূর্ণ বা আংশিক উত্তর বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে) নম্বর প্রদান কী হবে তা প্রশ্ন প্রণয়নের সময় আগাম বিবেচনা করে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ঠিক করে নিতে হয়।
- সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা, সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।
- সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির সময়ে কিছু ত্রুটি দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি করার সময়ে প্রশ্নের সবলতা ও দুর্বলতা (ত্রুটি-বিচ্ছাতি) দৃশ্যমান হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রশ্ন সংশোধন করতে হবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (১৩০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বের দিনের প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বন্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রাপ্ত সৃজনশীল প্রশ্নপত্র থেকে ১টি প্রশ্ন পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সৃজনশীল প্রশ্নটির কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্ন প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

কাজ-২: একসেট সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরিশোধন ও উপস্থাপন (২৪৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নগুলো পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- এক সেট যথার্থ প্রশ্নপত্র তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সেটের অবশিষ্ট সৃজনশীল প্রশ্নে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমতের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

পঞ্চম দিবস শেষে বাড়ির কাজ: প্রশিক্ষক প্রত্যেক দলের সদস্যদের মধ্যে সকল অধ্যায় বন্টন করে দিবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষার্থী তার জন্য বরাদ্দকৃত অধ্যায়/অধ্যায়সমূহ থেকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ৪টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দলকে পরবর্তী দিন সকল অধ্যায়ের সমন্বয়ে এক সেট (১৫/৭টি প্রশ্নের সমন্বয়ে) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

ষষ্ঠ দিবস: অধিবেশন ১,২,৩ ও ৪
(০৯:০০-০৫:০০)

প্রশিক্ষণের বিষয় :	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো, প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন
শিখনফল :	এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ- - সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন; - রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সংক্ষিপ্ত উত্তর ও প্রশ্ন প্রণয়ন এবং পরিশোধন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল: সমবেত আলোচনা, একক কাজ, দলগত কাজ, নীরব পাঠ, উপস্থাপনা।

প্রশিক্ষণ উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ, সাইন পেন ইত্যাদি।

তথ্যপত্র

এসএসসি/সমমান ও দাখিল পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মানবন্টন বিষয়ে এনসিটিবি ২০২৫ সালে একটি নতুন নির্দেশনা জারী করে। নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নের পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন এবং বর্ণনামূলক প্রশ্ন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হবে। হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ২০ নম্বরের একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন নিম্নরূপ-

বিষয়	বর্ণনামূলক প্রশ্ন
বাংলা ১ম পত্র (এসএসসি/সমমান)	- মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ২০ - সহপাঠ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে - উপন্যাস থেকে ২টি, নাটক থেকে ২টি - উপন্যাস থেকে ১টি, নাটক থেকে ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে - প্রতিটি প্রশ্নের মোট নম্বর ১০ - প্রতি প্রশ্নের ২টি অংশ, ক অংশের জন্য ৩ এবং খ অংশের জন্য ৭ নম্বর **২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় শুধু উপন্যাস থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে

বিষয়	সংক্ষিপ্ত-প্রশ্ন উত্তর
এসএসসি/সমমান এবং দাখিল পর্যায় গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, পৌরনীতি ও নাগরিকতা শুধু এসএসসি/সমমান পর্যায় বিজ্ঞান, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, অর্থনীতি, ভূগোল ও পরিবেশ, ব্যবসায় উদ্যোগ, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, ইসলাম শিক্ষা, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা শুধু দাখিল পর্যায় বাংলা ১ম পত্র, ইসলামের ইতিহাস	- মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ২০ - মোট ১৫টি প্রশ্ন থাকবে - যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে - প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে
এসএসসি/সমমান এবং দাখিল পর্যায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, উচ্চতর গণিত, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	- মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ১০ - মোট ৭টি প্রশ্ন থাকবে - যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে - প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

১. শিখনফল: প্রতিটি প্রশ্ন অবশ্যই শিখনফলের আলোকে হতে হবে। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি যেন শিখনফল সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত দক্ষতা স্তর ও বিষয়বস্তুর গভীরতাকে পরিমাপ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. দক্ষতা স্তর: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ক্ষেত্রে অনুধাবন বা ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা এবং প্রয়োগ করার সক্ষমতা যাচাই করতে হবে। প্রশ্নটি যেন সংশ্লিষ্ট দক্ষতা স্তর মূল্যায়নের উপযোগী হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োগ দক্ষতা যাচাই করার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন করতে চাইলে প্রশ্নে ১/২ বাক্যে পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। তবে প্রয়োজন হলে কিছু ক্ষেত্রে জ্ঞান দক্ষতা বা স্মরণ করার সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্যও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন করা যেতে পারে। তবে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

৩. সময় ও উত্তরের পরিধি: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নটি এমন হতে হবে যাতে ৩ থেকে ৪ মিনিটের মধ্যে শিক্ষার্থী প্রশ্নটির উত্তর লিখতে পারে। উত্তরের পরিধি বিবেচনায় এই ধরনের প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তর ৫ বাক্যের অধিক হওয়া উচিত নয়। গণিত, উচ্চতর গণিত বা হিসাববিজ্ঞানের মতো বিষয়ে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশিত নমুনা উত্তরে ২টির অধিক ধাপ (Stepping) বিবেচনা করা যাবে না।

৪. রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর: প্রশ্ন তৈরির সময়ই সম্ভাব্য রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর বিবেচনা করতে হবে। এর ফলে প্রশ্নটির প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর, সময় ও উত্তরের পরিধির সাথে প্রশ্নটি কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আরও দৃশ্যমান হয় এবং কী কী সংশোধন করা প্রয়োজন তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। [সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উদাহরণ: **পরিশিষ্ট-ড** এবং রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: **পরিশিষ্ট-ঢ**]

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাজ-১: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রশ্ন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ। (৪৫মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- তথ্যপত্রটি নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে এসএসসি/সমমান ও দাখিল পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মানবন্টন বিষয়ে এনসিটিবির নতুন পরিপত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা উপস্থাপন করতে বলবেন;
- প্রশ্নোত্তর ও সমবেত আলোচনার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের গঠন কাঠামো ও প্রশ্ন প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- প্রয়োজনে তথ্যপত্রের সহায়তা নিবেন।

কাজ-২: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন প্রণয়ন, উপস্থাপন ও পরিশোধন। (৭৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক

- পূর্বে গঠিত দলে বসে বাড়ির কাজে প্রণীত সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- প্রতি দল থেকে একমতের ভিত্তিতে ১টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন চূড়ান্ত করে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ পোস্টার তৈরি করতে বলবেন;
- প্রত্যেক দলকে পর্যায়ক্রমে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশিক্ষণার্থীগণের যৌক্তিক মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন পরিমার্জন করতে বলবেন;
- প্রয়োজনে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রশ্ন পরিমার্জন করে দিবেন।

কাজ-৩: একসেট সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন চূড়ান্তকরণ (৭৫ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ অবশিষ্ট প্রশ্নগুলো পরিশোধন করে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের ১টি সেট তৈরি করতে বলবেন;
- দলে বসে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ দলের সবগুলো প্রশ্ন আলোচনা করে পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে বলবেন;
- দলগত ঐকমত্যের ভিত্তিতে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ ১ সেট সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন চূড়ান্ত করে খামে ভরে জমা দিতে বলবেন। (প্রতিটি খামের ওপর সংশ্লিষ্ট দলের নাম লিখতে হবে)

কাজ-৪: একসেট সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন পরিশোধন (১৮০ মিনিট)

এ কাজ সম্পাদনে প্রশিক্ষক-

- প্রশ্নপত্রের খামগুলো বিভিন্ন দলের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বন্টন (নিজ দলের খাম ব্যতীত) করে দিবেন;
- প্রতিটি দলকে রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নপত্রটি পরিশোধন করতে বলবেন;
- পরিশোধনের সময় তথ্যপত্রের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়গুলো নোট রাখতে বলবেন;
- রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তরসহ প্রশ্নপত্রটির কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী পরিশোধন করা হয়েছে তা যুক্তিসহ প্রত্যেক দলকে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করতে বলবেন;
- উপস্থাপনের সময় প্রশ্ন প্রণয়নকারী দলকে পরিশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে বলবেন;
- পরিশোধনের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করবেন।

পরিশিষ্ট

কারিকুলাম অনুযায়ী ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

১. শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
২. শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করা।
৩. মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা।
৪. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।
৫. শ্রমের মর্যাদা, কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিকশিত করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় ধরনের কাজ সম্পাদনে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে।
৬. সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রমিত বাংলা ভাষার দক্ষতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করা এবং নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।
৭. বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সখ্য উপভোগ ও উদঘাটনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিকশিত করা।
৮. আধুনিক কর্মক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।
৯. শিক্ষার্থীকে গাণিতিক যুক্তি, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাথে পরিচিত করানো এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।
১০. শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করা।
১১. শিক্ষার্থী যাতে জীবনমান উন্নয়নের জন্য জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১২. দেশে এবং বহির্বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণের জন্য ঐ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।
১৩. খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাদি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবন দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।
১৪. শিক্ষার্থীর মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করা।
১৫. শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।
১৬. শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি- খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা।
১৭. জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা।
১৮. সহযোগিতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা।

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য

১. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করতে পারা এবং জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া।
২. বাংলাদেশের অভ্যুদয় পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
৩. বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোয় সামাজিকীকরণের গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা এবং আদর্শ পরিবার ও সমাজগঠনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
৪. সৌরজগতের শৃঙ্খলাভিত্তিক গতিশীলতা এবং ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারণাভেদের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে শৃঙ্খলাবোধ, সময় নির্ণয়, পরিবেশের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হওয়া।
৫. বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জলবায়ু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সচেতন হওয়া।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিষয়বস্তু ও শিখনফল

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

প্রথম অধ্যায়: পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭-১৯৭০) (১৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. জাতীয়তাবাদের উন্মোখে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. ইউস্কো কর্তৃক ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। আবেগীয় ৪. নিজ ও অপরের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। বুদ্ধিবৃত্তীয় ৫. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবে। ৭. বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. ঐতিহাসিক ৬দফার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৯. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে। ১০. উনসত্তরের গণআভ্যুত্থানের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে। ১১. স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে গণআন্দোলনের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। ১২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বর্ণনা করতে পারবে এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। আবেগীয় ১৩. দেশের স্বার্থরক্ষায় সচেতন হবে।	বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন - ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও জাতীয়তাবাদের উন্মোখ - আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি ও জাতিসঙ্ঘ - বাঙালি জাতীয়তাবাদে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা - যুক্তফ্রন্ট গঠন, নির্বাচন ও সরকার সামরিক শাসন ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ (১৯৫৮-৭০) ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ৬ দফা মুক্তির সনদ - ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা - উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান - সত্তরের নির্বাচন ও পরবর্তী ঘটনা

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের স্বাধীনতা (২৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় - স্বাধীনতায়ুদ্ধ পরিচালনায় মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। - মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র, পেশাজীবী, নারী, গণ মাধ্যম, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। - বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিক যাত্রা সম্পর্কে জানতে পারবে। - স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। - মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে। আবেগীয় - দেশের প্রতি ভালবাসা, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে।	মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় (৮) - মুক্তিযুদ্ধের সূচনা এবং অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম - মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও পেশাজীবীদের ভূমিকা - মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব জনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা - মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

তৃতীয় অধ্যায়: সৌরজগত ও ভূগোল (১৪ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় - সৌরজগতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। - সৌরজগতের গ্রহগুলোর বর্ণনা করতে পারবে। - পৃথিবী নামক গ্রহে জীব বসবাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। - ভূ-অভ্যন্তরের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। মনোপেশিজ - সৌরজগৎ ও গ্রহসমূহের অবস্থান আঁকতে পারবে। বুদ্ধিবৃত্তীয় - নিরক্ষরেখা, সমাক্ষরেখা, দ্রাঘিমা রেখা, মূল মধ্যরেখা, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। - বিশ্বের সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখাগুলোর ভূমিকা নির্ণয় করতে পারবে। - বাংলাদেশ ও পৃথিবীর যেকোন দেশের সময়ের পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা এবং সময় নির্ণয় করতে পারবে। মনোপেশিজ - বিভিন্ন রেখার অবস্থানিক চিত্র আঁকতে পারবে। বুদ্ধিবৃত্তীয় - পৃথিবীর গতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। - আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ধারণার ব্যাখ্যা এবং পৃথিবীর ওপর এই গতির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। - দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। - পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। - বার্ষিক গতির সাথে বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।	সৌরজগৎ (৫) - সৌরজগতের ধারণা - সৌরজগতের গ্রহসমূহ - পৃথিবীতে জীব বসবাসের কারণ - ভূ-অভ্যন্তরের গঠন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সময় নির্ণয় পদ্ধতি (৪) - নিরক্ষরেখা, সমাক্ষরেখা, দ্রাঘিমা রেখা, মূল মধ্যরেখা, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা - সময় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রেখার ভূমিকা পৃথিবীর গতি (৪) - পৃথিবীর গতির ধারণা - আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ধারণা ও এর প্রভাব। - দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ - পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ - বার্ষিক গতি ও বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তন

মনোপেশিজ ৩. নতুন পরিস্থিতিতে গাণিতিক জ্ঞান প্রয়োগ করে সময় নির্ণয় করতে পারবে। বুদ্ধিবৃত্তীয় ১৪. জোয়ার-ভাটার ধারণা, কারণ ও শ্রেণি বিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৫. পৃথিবীর ওপর জোয়ার-ভাটার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। মনোপেশিজ ১৬. পরিবেশের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ও অভিযোজনে সক্ষম হবে।	জোয়ার-ভাটা (২) জোয়ার- ভাটার ধারণা, কারণ, শ্রেণি বিভাগ
--	---

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু (১৩ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা বর্ণনা করতে পারবে। ২. বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ভূপ্রাকৃতিক গঠন কীভাবে জনসংখ্যার (জনবসতি) বিস্তারনে প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের উপর জনবসতি বিস্তারের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। আবেগীয় ১. পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে। বুদ্ধিবৃত্তীয় ৬. বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের (ভারত, মায়ানমার ও নেপাল) জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের তুলনা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। ৯. ভূমিকম্পের ধারণা ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত কয়েকটি দেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবে। ১১. বাংলাদেশকে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল বলার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১২. ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি (৫) • ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা • ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও গঠন • বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির গঠন ও জনসংখ্যা • বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারে জনবসতি বিস্তারের প্রভাব বাংলাদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ (৮) • বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জলবায়ু • বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব • ভূমিকম্পের ধারণা ও কারণ • বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল ও বাংলাদেশ • ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

আবেগীয় ও মনোপেশিজ ১. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সচেতন হবে এবং অভিযোজনে সক্ষমতালাভ করবে। ২. ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে।	
---	--

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীগুলির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র ও পশুর) উৎপত্তিস্থল, প্রবাহপথের বিবরণ দিতে পারবে এবং এগুলো সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ২. নদ-নদী ও জনবসতির নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের কোনো কোনো অংশে পানির অভাবের কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের নদীর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের কোনো কোনো অংশে পানির অভাবের কারণে সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং সমাধান পদক্ষেপ সম্পর্কে মতামত ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. যাতায়াত, জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। আবেগীয় ৬. পানির অভাব দূরীকরণে নদী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে। বুদ্ধিবৃত্তীয় ৭. প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের (খনিজ, বনজ, কৃষিজ, পানি-সমুদ্র সম্পদ) সাথে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের (ভারত, মায়ানমার, নেপাল) প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনা করতে পারবে। ৯. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবে। ১১২. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসব সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। আবেগীয় ১৩. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন হবে।	বাংলাদেশের নদ-নদী ও পানি সম্পদ (৮) - বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীগুলির উৎপত্তিস্থল ও প্রবাহপথ - নদ-নদী ও জনবসতির পারস্পরিক সম্পর্ক - বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে পানির অভাবের কারণ, প্রভাব ও সমাধান পদক্ষেপ - যাতায়াত, জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীর পথের ভূমিকা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (১২) - প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণা - বাংলাদেশের ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ - পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ধারণা - বাংলাদেশের পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব - বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়: রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. রাষ্ট্রের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. নাগরিকের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. আইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. আইনের উৎস ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। আবেগীয় ৮. নাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্বপালনে উদ্বুদ্ধ হবে।	- রাষ্ট্রের ধারণা - রাষ্ট্রের কার্যাবলি - নাগরিকের ধারণা - নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য - আইনের ধারণা - আইনের উৎস - সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা

সপ্তম অধ্যায়: বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা (১৩)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৩. জাতীয় সংসদ এবং এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৬. জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে। ৯. বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ১০. বাংলাদেশের উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। আবেগীয় ৮. অধিকার ও দায়িত্ব সচেতন হবে।	বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গসমূহ (৭) নির্বাহী বা শাসন বিভাগ আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ - নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা - রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি - আইন বিভাগ - জাতীয় সংসদ এবং এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি - জাতীয় সংসদ কর্তৃক শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি - বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি - অধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন সংরক্ষণে বিচার বিভাগের ভূমিকা বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা (৬) - কেন্দ্রীয় প্রশাসন - বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন ও কার্যাবলি বাংলাদেশের উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব

অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থা (১৫ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. গণতন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. রাজনৈতিক দলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. নির্বাচনী আচরণ বিধি বর্ণনা করতে পারবে। ৯. নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘন করার শাস্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে। আবেগীয় ১০. গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন সম্পর্কে অবগত হয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে আগ্রহী হবে।	● গণতন্ত্রের ধারণা ● বাংলাদেশের গণতন্ত্র ● রাজনৈতিক দল ● গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ● গণতন্ত্র ও নির্বাচনের সম্পর্ক ● বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ● নির্বাচন কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কাজ ● নির্বাচনী আচরণ বিধি ● নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘন করার শাস্তি

নবম অধ্যায়: জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ (৬ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৫. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। আবেগীয় ৭. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।	● জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি ● বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা ● নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা ● জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা ● টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)

দশম অধ্যায়: জাতীয় সম্পদ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. জাতীয় সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয় রোধের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বণ্টন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবে। আবেগীয় ৬. সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয়রোধে সচেতন হবে। ৭. বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে।	- জাতীয় সম্পদের ধারণা - বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বণ্টন - জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ও অপচয়রোধ - বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টন - ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতি - সমাজতাত্ত্বিক অর্থনীতি - মিশ্র অর্থনীতি - ইসলামি অর্থনীতি - বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

একাদশ অধ্যায়: অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. মোট জাতীয় উৎপাদন(জিএনপি) দেশজ উৎপাদন(জিডিপি) ও মাথাপিছু আয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. জিএনপি ও জিডিপি এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। ৩. দেশজ উৎপাদনে অর্থনীতির খাতসমূহের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. কয়েকটি দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা করতে পারবে। মনোপেশিজ ৫. ক্ষুদ্র পরিসরে জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয় নির্ণয় করতে পারবে। বুদ্ধিবৃত্তীয় ৬. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. উন্নত, অনুন্নত বেং উন্নয়নশীল অর্থনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. উন্নত, অনুন্নত বেং উন্নয়নশীল অর্থনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। আবেগীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেতন হবে।	পরিচ্ছেদ-১২.১: অর্থনৈতিক নির্ধারকসমূহ (৬) - মোট জাতীয় উৎপাদন(জিএনপি), - দেশজ উৎপাদন(জিডিপি) - মাথাপিছু আয়ের ধারণা - দেশজ উৎপাদনে জাতীয় আয়ের খাতসমূহ - কয়েকটি দেশের জিএনপি, জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের তুলনা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি (১৪) - বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ - বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাসমূহ - বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ - উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ ও এসব দেশের অর্থনীতি - উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

দ্বাদশ অধ্যায়: বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থা

(১০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণা ও ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। আবেগীয় ১২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পর্কে সচেতন হবে।	- সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা - বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস - বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাত - বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণা ও ধরন - বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি - বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি - দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা

ত্রয়োদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ও সামাজিকীকরণ

(৮ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বিভিন্ন প্রকার পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. পরিবারের সাধারণ কার্যাবলি ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থার (গ্রাম ও শহরে) ধরন ও ভূমিকার পরিবর্তনের কারণ এবং সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রতি পরিবারের ভূমিকা ও মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবে। ৭. সামাজিকীকরণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক পরিবেশ, সামাজিক জীবন ও মূল্যবোধ গঠনে সামাজিকীকরণের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. আধুনিক বাংলাদেশে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বাংলাদেশের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। আবেগীয় ১২. ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে সমাজে ভূমিকা রাখতে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হবে।	- পরিবারের ধারণা - পরিবারের সাধারণ কার্যাবলি - বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থার (গ্রাম ও শহরে) ধরন ও ভূমিকার পরিবর্তন - বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রতি পরিবারের ভূমিকা ও মনোভাব - সামাজিকীকরণ - আধুনিক বাংলাদেশে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা - বাংলাদেশের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

চতুর্দশ অধ্যায়: বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে শিল্পায়ন, নগরায়ণ, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বাংলাদেশে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবে। আবেগীয় ৬. সামাজিক পরিবর্তনজনিত অবস্থায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হবে। ৭. সামাজিক পরিবর্তনজনিত বিষয়ে সচেতন হবে। ৮. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	- সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা - বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের উপাদান - সামাজিক পরিবর্তন ও নারীর ভূমিকা

পঞ্চদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকার (২০ পিরিয়ড)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সামাজিক সমস্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশে সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধের পদক্ষেপ করতে পারবে। ৫. 'নারীর প্রতি সহিংসতা' ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন ও কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. নারীর প্রতি সহিংসতার রোধে আইনের বিষয়বস্তু ও শাস্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. শিশুশ্রম ও কিশোর অপরাধের ধারণা, ধরন ও আইনি প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. মাতৃকল্যাণ ধারণা ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- সামাজিক নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় - নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাব - নৈরাজ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধের পদক্ষেপ - নারীর প্রতি সহিংসতা - নারীর প্রতি সহিংসতার রোধে আইনি প্রতিকার - শিশুশ্রম - কিশোর অপরাধ - মাতৃকল্যাণ - সড়ক দুর্ঘটনা - দুর্নীতি

১২. সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৩. বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবে। ১৪. সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৫. দুর্ঘটনা মুক্ত বা নিরাপদ সড়ক করার উপায় এবং দুর্ঘটনা হ্রাসের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১৬. দুর্নীতির ধারণা, কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। আবেগীয় ১৭. দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে। ১৮. নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতন হবে। ১৯. দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতন হবে। ২০. ধর্মীয় আদর্শে জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হবে।	
--	--

শিখনফল ম্যাপ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড -----/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড

এসএসসি/দাখিল পরীক্ষা ২০.....

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

বিষয় কোড: ১৫০

LO নং	অধ্যায় ১			অধ্যায় ২			অধ্যায় ৩			অধ্যায় ৪			অধ্যায় ৫			অধ্যায় ৬			অধ্যায় ৭			অধ্যায় ৮			অধ্যায় ৯			অধ্যায় ১০			অধ্যায় ১১			অধ্যায় ১২			অধ্যায় ১৩			অধ্যায় ১৪			অধ্যায় ১৫			মোট
	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ	MCQ	CQ	SQ							
১																																														
২																																														
৩																																														
৪																																														
৫																																														
৬																																														
৭																																														
৮																																														
৯																																														
১০																																														
১১																																														
১২																																														
১৩																																														
১৪																																														
১৫																																														
১৬																																														
১৭																																														
১৮																																														
১৯																																														
২০																																														
মোট																																														

১২. X এবং Y উভয় ব্যাংক-

- ক. একে অপরের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে
খ. লেনদেনের মাধ্যম সৃষ্টি করে
গ. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে
ঘ. বাজেট প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করা

১৩. ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ এর মূল লক্ষ্য কী ছিল?

- ক. বাঙালি নিধন করে ক্ষমতা ধরে রাখা
খ. রাজারবাগ পুলিশ লাইন দখল
গ. জনগণকে ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখা
ঘ. ইয়হিয়ার ঢাকা ত্যাগ নির্বিলম্ব করা

১৪. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে-

- ক. নদীর সঠিক প্রবাহ নিশ্চিত করা
খ. দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোতে বাঁধ দেওয়া
গ. নগরবাসীকে পরিমিত পানি সরবরাহ করা
ঘ. নদীর পানি কল-কারখানায় ব্যবহার না করা

১৫. শেরেবাংলা স্পোর্টস ক্লাবের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে আজীজন সদস্য পাঁচ জন। বাকী ১০ জন সদস্য প্রতি দুই বছর পর পর গ্রামবাসীর ভোটে নির্বাচিত হন। শেরেবাংলা ক্লাবের কমিটি জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- ক. সাধারণ পরিষদ
খ. নিরাপত্তা পরিষদ
গ. অছি পরিষদ
ঘ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

১৬. প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

- ক. কেনিয়া
খ. ডেনমার্ক
গ. চীন
ঘ. মেক্সিকো

১৭. প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠনের লক্ষ্য কী ছিল?

- ক. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
খ. খসড়া সংবিধান সংশোধন করা
গ. দেশকে পাকিস্তানীদের দখলমুক্ত করা
ঘ. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা

১৮. নিচের চিত্রে A চিহ্নিত রেখাটি-

১৯. বাংলাদেশের শিশু শ্রমের প্রধান কারণ কোনটি?

- ক. আর্থিক অস্থিচ্ছলতা
খ. বাবা মায়ের উদাসীনতা
গ. লেখাপড়ার ব্যয় বহনে অসীহা
ঘ. গৃহকর্মীর উপর ধনীদেব নির্ভরশীলতা

২০. ভারতের জলবায়ু বৈচিত্র্যময় হওয়ার কারণ, দেশটির-

- i. উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার অবস্থান
ii. বিভিন্ন স্থান থেকে সমুদ্রের দূরত্বের ভিন্নতা
iii. উত্তর দক্ষিণে বিস্তার বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

২১. কোনটি বিচার বিভাগের কাজ ?

- ক. শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা
খ. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা রক্ষা করা
গ. জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা
ঘ. বিশেষ প্রয়োজনে অধ্যাদেশ জারি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

এ বছর বর্ষাকালে প্রায় প্রতিদিন বজ্রসহ প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। আবহাওয়া কখনো গুমট কখনোবা হালকা রৌদ্রময়। এরকম আবহাওয়ায় রেহানা সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি পাশ দিয়ে নানা বাড়িতে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় সে লক্ষ্য করলো নদীটি পানিতে কানায় কানায় পূর্ণ। বিকেল বেলা ফেরার পথে সে দেখলো নদীর পানি অনেক কমে গেছে।

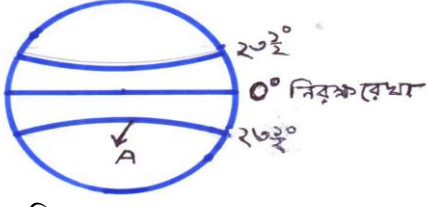
২২. উদ্দীপকের আবহাওয়ার এরূপ অবস্থা বায়ুমন্ডলের কোন স্তরে সংগঠিত হয়?

- ক. ট্রোপোস্ফিয়ার
খ. ট্রোপোপস
গ. ওজনস্তর
ঘ. আয়নমন্ডল

২৩. উদ্দীপকের নদীর পানির এরূপ পরিবর্তনের কারণ-

- i. পৃথিবীর ওপর চাঁদের আকর্ষণ
ii. এ বছরের প্রবল বৃষ্টিপাত
iii. নিজ অক্ষের ওপর পৃথিবীর ঘূর্ণন

নিচের কোনটি সঠিক?



- ক. কর্কটক্রান্তি রেখা খ. সমাক্ষরেখা
গ. দ্রাঘিমা রেখা ঘ. মেরুবৃত্ত

২৪. কোনটি উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য?

- ক. রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পারিক সুসম্পর্ক
খ. জনগণকে ধাপে ধাপে মানব সম্পদে উন্নীতকরণ
গ. জনগণের জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক উন্নয়ন
ঘ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্রমবিকাশ

২৫. সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদের ওপর প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

- ক. ৩৯ খ. ৬৫
গ. ৭৭ ঘ. ২৪১

২৬. কোন দেশে বিশুদ্ধ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল?

- ক. ইংল্যান্ড খ. ইতালি
গ. গ্রীস ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

২৭. একটি দেশের মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি। দেশটির মোট জাতীয় আয় ২০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। মাথাপিছু জিএনআই বিবেচনায় দেশটি কোন ধরনের ?

- ক. নিম্ন আয়ের দেশ খ. নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ
গ. উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ ঘ. উচ্চ আয়ের দেশ

- ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

২৮. গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় কী?

- ক. নির্বাচন
খ. জনগণ
গ. নির্বাচক মন্ডলী
ঘ. প্রার্থী মনোনয়ন

২৯. কোনটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য?

- ক. অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ
খ. বাজারে একই দ্রব্যের বহুসংখ্যক উৎপাদক
গ. উৎপাদনের উপাদানের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা
ঘ. জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন

৩০. নিচের কোনটি কর রাজস্ব?

- ক. ভ্যাট
খ. সুদ
গ. ইজারা
ঘ. টোল

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদের উদাহরণ

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় কোড: ১৫০

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	
১. সূর্যের নিজ অক্ষের ওপর একবার আবর্তনের সময় কতদিন?	ক. ২৫ খ. ৮৮ গ. ২২৫ ঘ. ৩৬৫
বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	
২. ভাষা আন্দোলন- i পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতিকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ii পরবর্তী নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করে iii সাম্যবাদী রাজনৈতিক ধারার উন্মোচ ঘটায় নিচের কোনটি সঠিক?	ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii
অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	
উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: জনাব পাভেল একজন পরিবহন ব্যবসায়ী। তাঁর বন্ধু একটি সরকারি অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। জনাব পাভেল তাঁর বন্ধুকে নিয়ে X দেশে ভ্রমণে যান। এখান থেকে তারা বেশ কিছু দামী প্রসাধনী কিনতে গেলে দোকানী তাদের জানালেন যে, তার দেশে ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য যেমন বিক্রয় করা যায় না তেমনি একসাথে অনেক দ্রব্য বিক্রির সরকারি অনুমতি নেই। পরবর্তীতে তারা Y নামক একটি দেশে গিয়ে তাঁদের পছন্দের সকল দ্রব্য স্বল্পমূল্যে কিনলেন এবং দোকানীর সাথে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলেন সেখানে দ্রব্যের দাম নির্ধারণে তারা স্বাধীন।	
৩. X দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?	ক. ধনতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক গ. মিশ্র ঘ. ইসলামী
৪. জনাব পাভেলের নিজ দেশ এবং Y দেশের অর্থব্যবস্থা বিবেচনায় বলা যায়, উভয় দেশেই-	i শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয় ii ভোক্তাগণ পছন্দমত দ্রব্য ভোগ করতে পারে iii সম্পদ ধনিক শ্রেণির হাতে পুঞ্জীভূত থাকে নিচের কোনটি সঠিক?
	ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৪(অংশ-১)/১১৪৮

তারিখ : ০৮ অক্টোবর ১৪১৬
২২ নভেম্বর ২০০৯

পরিপত্র

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক পর্যায়ের বার্ষিক পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে দেশের ধর্মীয় ও জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম উদ্দীপকে (Stem) ব্যবহার করা হচ্ছে, এতে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি রোধকল্পে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নকালে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে :

- (ক) পাঠ্যপুস্তকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের নাম না থাকলে প্রশ্নে উদ্দীপক হিসেবে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম ব্যবহার করা যাবে না।
- (খ) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, সরকার, কোন জনগোষ্ঠী, আদিবাসী এবং অঞ্চলকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।
- (গ) বাংলাদেশের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জাতীয় অনুষ্ঠানকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।
- (ঘ) রাষ্ট্র বা জাতিকে অমর্যাদা করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন তৈরী করা যাবে না।
- (ঙ) সংবিধান পরিপন্থী ও রাষ্ট্র বিরোধী কোন বিষয় ব্যবহার করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।
- (ছ) ধর্ম, তীর্থস্থান, ধর্মীয় স্থাপনা, রাষ্ট্রীয় স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদিকে অসম্মান করে কোন উদ্দীপক ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে না।
- (জ) কোন অশোভনীয় বা আপত্তিকর ছবি উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- (ঝ) সরকার এবং সমাজ কর্তৃক অননুমোদিত বা অগ্রহণযোগ্য বিষয়সমূহ (যেমনঃ বাল্য বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি) ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা যাবে না।

২। এই পরিপত্রের মর্মানুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে। এ পরিপত্রের পরিপন্থী কোন প্রশ্ন প্রণয়ন করা হলে প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন এবং প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।


(খন্দকার রাব্বির রহমান)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিতরণ :

- ১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ২। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল), কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারী এডুকেশন সেন্টার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা।
- ৫। জেলা প্রশাসক (সকল)।
- ৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
- ৭। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) [জেলার সকল বিদ্যালয়, মাদ্রাসার সকল প্রধান শিক্ষক/সুপারটেন্ডেন্ট/অধ্যক্ষকে অবহিত করার অনুরোধসহ]

ক্রটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় কোড: ১৫০

১. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা গারোদের পরিবারের প্রকৃতি কিরূপ? ক. মাতৃপ্রধান খ. বহুপতি গ. অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক ঘ. অনুলোম বিবাহভিত্তিক	৭. ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় কত ছিল? ক. ৬৪০ মার্কিন ডলার খ. ৯২৩ মার্কিন ডলার গ. ১১৮০ মার্কিন ডলার ঘ. ১৩৪০ মার্কিন ডলার
২. নিচের কোন নদীটির উৎপত্তি স্থল বাংলাদেশ নয়? ক. মাতামুহুরী খ. কর্ণফুলী গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. তিস্তা	৮. রেহানা স্কুল থেকে ফেরার পথে এক যুবক প্রায়ই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে শিশু দেয়। একদিন তাকে রিক্সা থামিয়ে প্রেমপত্র দেয়। এতে রেহানা লজ্জায় অনেকগুলো ঘুমের ঔষুধ খেয়ে ফেলল। রেহানা কোন সামাজিক সমস্যার শিকার? ক. যৌন হয়রানি খ. সম্ব্রাস গ. কিশোর অপরাধ ঘ. রাহাজানি
৩. সরকার বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করে? ক. ৯ খ. ১০ গ. ১১ ঘ. ১২	৯. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে? ক. ১৬৭ খ. ১৬৯ গ. ২২৩ ঘ. ২৯৮
৪. 'মুসলিম ধর্মীয় আইন' আইনের কোন উৎসের অন্তর্গত? ক. প্রথা খ. ধর্ম গ. ন্যায়বোধ ঘ. আইনসভা	১০. ভূমিকম্প চলাকালীন আমাদের করণীয় কী? ক. নিজেকে স্থির ও শান্ত রেখে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা খ. ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে গ. সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা ঘ. দৌড়ে বড় দালানের পাশে আশ্রয় নেয়া
৫. কত বছর বয়সের শিশুকে কারখানায় নিয়োগ দেওয়া যাবে না? ক. ১১ খ. ১৩ গ. ১৫ ঘ. ১৭	১১. আন্তর্জাতিক আদালত কোথায় অবস্থিত? ক. নেদারল্যান্ড খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ. নিউইয়র্ক ঘ. হেগ
৬. নিরক্ষরেখা কত ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত? ক. ২৩° খ. ৯০° গ. ০° ঘ. ৬৬°	১২. জেলা প্রশাসকের কাজ কোনটি? ক. আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান খ. ভূমি রাজস্ব আদায় গ. শান্তি শৃংখলা রক্ষা ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক

১৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ কোনটি? ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা খ. অন্যান্য ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ গ. মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয় ১৪. বাংলাদেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ কম, কারণ- ক. কারিগরি জ্ঞান খ. প্রয়োজনীয় পাহাড়ি নদী গ. খরশ্রোতা নদী ঘ. উৎপাদন ব্যয় ১৫. গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দেয়- i. বন্ধক ছাড়া ii. বন্ধকসহ iii. ভূমিহীন কৃষকদের নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii	১৬. জনবসতি বিস্তারের ফল কোনটি? ক. জমির অখন্ড রক্ষা পায় খ. খাদ্য ঘাটতি হ্রাসকরণ গ. জলাভূমি ভরাটকরণ ঘ. বস্তি সমস্যা বৃদ্ধিকরণ ১৭. কোনটি কর রাজস্ব? ক. রেজিস্ট্রেশন খ. সুদ গ. ইজারা ঘ. যাকাত
--	--

ক্রটিযুক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শুদ্ধরূপ

বিষয় : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় কোড: ১৫০

ক্রটিযুক্ত রূপ	ক্রটিযুক্ত রূপ
উদ্দীপকে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে।	
১. সরকার বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করে? ক. ৯ খ. ১০ গ. ১১ ঘ. ১২	১. মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন সরকার বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করে? ক. ৯ খ. ১০ গ. ১১ ঘ. ১২
উদ্দীপক সহজ ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	
২. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে? ক. ১৬৭ খ. ১৬৯ গ. ২২৩ ঘ. ২৯৮	২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে? ক. ১৬৭ খ. ১৬৯ গ. ২২৩ ঘ. ২৯৮
উদ্দীপক অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।	
৩. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা গারোদের পরিবারের প্রকৃতি কিরূপ? ক. মাতৃপ্রধান খ. বহুপতি গ. অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক ঘ. অনুলোম বিবাহভিত্তিক	৩. গারোদের পরিবারের প্রকৃতি কিরূপ? ক. মাতৃপ্রধান খ. বহুপতি গ. অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক ঘ. অনুলোম বিবাহভিত্তিক
উদ্দীপকে প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে বিকল্প উত্তরগুলোতে কোন শব্দের পুনরাবৃত্তি না থাকে।	
৪. ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় কত ছিল? ক. ৬৪০ মার্কিন ডলার খ. ৯২৩ মার্কিন ডলার গ. ১১৮০ মার্কিন ডলার ঘ. ১৩৪০ মার্কিন ডলার	৪. ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় কত মার্কিন ডলার ছিল? ক. ৬৪০ খ. ৯২৩ গ. ১১৮০ ঘ. ১৩৪০
উদ্দীপক যথাসম্ভব হ্যাঁ বোধক হতে হবে।	
৫. নিচের কোন নদীটির উৎপত্তি স্থল বাংলাদেশ নয়? ক. মাতামুহুরী খ. কর্ণফুলী গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. তিস্তা	৫. নিচের কোন নদীটির উৎপত্তি স্থল বাংলাদেশ? ক. মাতামুহুরী খ. কর্ণফুলী গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. তিস্তা
না-বোধক শব্দ ব্যবহার অনিবার্য হলে তা পরীক্ষার্থীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে।	
৬. কত বছর বয়সের শিশুকে কারখানায় নিয়োগ দেওয়া যাবে না? ক. ১১ খ. ১৩ গ. ১৫ ঘ. ১৭	৬. কত বছর বয়সের শিশুকে কারখানায় নিয়োগ দেওয়া যাবে না? ক. ১১ খ. ১৩ গ. ১৫ ঘ. ১৭

উদ্দীপকে এমন কোন ইঙ্গিত থাকবে না যাতে পরীক্ষার্থী সঠিক উত্তর বাছাই করে নিতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।	
৭. ‘মুসলিম ধর্মীয় আইন’ আইনের কোন উৎসের অন্তর্গত? ক. প্রথা খ. ধর্ম গ. ন্যায়বোধ ঘ. আইনসভা	৭. ‘উত্তরাধিকার আইন’ আইনের কোন উৎসের অন্তর্গত? ক. প্রথা খ. ধর্ম গ. ন্যায়বোধ ঘ. আইনসভা
নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয় এমন উদ্দীপক পরিহার করতে হবে।	
৮. রেহানা স্কুল থেকে ফেরার পথে এক যুবক প্রায়ই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে শিস দেয়। একদিন তাকে রিক্সা থামিয়ে প্রেমপত্র দেয়। এতে রেহানা লজ্জায় অনেকগুলো ঘুমের ঔষুধ খেয়ে ফেলল। রেহানা কোন সামাজিক সমস্যার শিকার? ক. যৌন হয়রানি খ. সন্ত্রাস গ. কিশোর অপরাধ ঘ. রাহাজানি	৮. রেহানা স্কুল থেকে ফেরার পথে এক যুবক প্রায়ই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে শিস দেয়। একদিন তাকে রিক্সা থামিয়ে প্রেমপত্র দেয়। রেহানা তার বাবা-মাকে বিষয়টি জানালে তারা থানায় জিডি করেন। রেহানা কোন সামাজিক সমস্যার শিকার? ক. যৌন হয়রানি খ. সন্ত্রাস গ. কিশোর অপরাধ ঘ. রাহাজানি
বিকল্প উত্তরগুচ্ছ বিষয়বস্তু ও ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।	
৯. জনবসতি বিস্তারের ফল কোনটি? ক. জমির অখন্ড রক্ষা পায় খ. খাদ্য ঘাটতি হ্রাসকরণ গ. জলাভূমি ভরাটকরণ ঘ. বস্তি সমস্যা বৃদ্ধিকরণ	৯. জনবসতি বিস্তারের ফল কোনটি? ক. জমির অখন্ডতা রক্ষা পায় খ. খাদ্য ঘাটতি হ্রাস পায় গ. জলাভূমি ভরাটকরণ ঘ. বস্তি সমস্যা বৃদ্ধি
বিকল্প উত্তরগুচ্ছ উদ্দীপকের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।	
১০. বাংলাদেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ কম, কারণ- ক. কারিগরি জ্ঞান খ. প্রয়োজনীয় পাহাড়ি নদী গ. খরশ্রোতা নদী ঘ. উৎপাদন ব্যয়	১০. বাংলাদেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ কম, কারণ- ক. কারিগরি জ্ঞানের অভাব খ. প্রয়োজনীয় পাহাড়ি নদীর স্বল্পতা গ. খরশ্রোতা নদীর অভাব ঘ. এতে উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়
পরীক্ষার্থী কর্তৃক (কমপক্ষে ৫%) বিকল্প উত্তরসমূহ নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে।	
১১. কোনটি কর রাজস্ব? ক. রেজিস্ট্রেশন খ. সুদ গ. ইজারা ঘ. যাকাত	১১. কোনটি কর রাজস্ব? ক. রেজিস্ট্রেশন খ. সুদ গ. ইজারা ঘ. জরিমানা
বিকল্প উত্তরগুচ্ছ সংখ্যাবাচক হলে ক্রমানুযায়ী বিন্যাস করতে হবে।	
১২. নিরক্ষরেখা কত ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত? ক. ২৩° খ. ৯০° গ. ০° ঘ. ৬৬°	১২. নিরক্ষরেখা কত ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত? ক. ০° খ. ২৩° গ. ৬৬° ঘ. ৯০°

বিকল্প উত্তরগুচ্ছ দৈর্ঘ্য প্রায় সমান হতে হবে।	
১৩. ভূমিকম্প চলাকালীন আমাদের করণীয় কী? ক. নিজেকে স্থির ও শান্ত রেখে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা খ. ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে গ. সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা ঘ. দৌড়ে বড় দালানের পাশে আশ্রয় নেয়া	১৩. ভূমিকম্প চলাকালীন আমাদের করণীয় কী? ক. নিজেকে স্থির ও শান্ত রাখা খ. ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করা গ. সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা ঘ. দালানের পাশে আশ্রয় নেয়া
বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Inclusive পরিহার করতে হবে।	
১৪. আন্তর্জাতিক আদালত কোথায় অবস্থিত? ক. নেদারল্যান্ড খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ. নিউইয়র্ক ঘ. হেগ	১৪. আন্তর্জাতিক আদালত কোথায় অবস্থিত? ক. বেইজিং খ. কোপেন হেগেন গ. নিউইয়র্ক ঘ. হেগ
বিকল্প উত্তরসমূহের Mutually Exclusive পরিহার করতে হবে।	
১৫. গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দেয়- i. বন্ধক ছাড়া ii. বন্ধকসহ iii. ভূমিহীন কৃষকদের নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii	১৫. গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দেয়- i. বন্ধক ছাড়া ii. ধনী কৃষকদের iii. ভূমিহীন কৃষকদের নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
বিকল্প উত্তরে 'উপরের সবগুলো সঠিক'-এমন বাক্য পরিহার করতে হবে।	
১৬. জেলা প্রশাসকের কাজ কোনটি? ক. অগ্নেয়ান্ত্রের লাইসেন্স প্রদান খ. ভূমি রাজস্ব আদায় গ. শান্তি শৃংখলা রক্ষা ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক	১৬. জেলা প্রশাসকের কাজ কোনটি? ক. অগ্নেয়ান্ত্রের লাইসেন্স প্রদান খ. পারিবারিক বিরোধ মিমাংসা গ. সার ও বীজ বিতরণ ঘ. চৌকিদার নিয়োগ
বিকল্প উত্তরে 'উপরের কোনটিই সঠিক নয়'-এমন বাক্য পরিহার করতে হবে।	
১৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ কোনটি? ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা খ. অন্যান্য ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ গ. মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়	১৭. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ কোনটি? ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা খ. অন্যান্য ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ গ. মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ঘ. গ্রাহকদের আমানত গ্রহণ

পরিশিষ্ট: 'বা'

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড -----/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড

এসএসসি/দাখিল ২০... খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

বিষয় কোড: ১৫০

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নির্দেশক ছক

চিহ্নিত দক্ষতার স্তর	অধ্যায়															মোট	শতকরা হার
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫		
উচ্চতর দক্ষতা																	
প্রয়োগ দক্ষতা																	
অনুধাবন দক্ষতা																	
জ্ঞান দক্ষতা																	
মোট																	

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড -----/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড

পরীক্ষার নাম----- ২০২--- খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

বিষয় কোড : ১৫০

সঠিক উত্তর উপস্থাপনের নমুনা ছক

এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর Answer Key
১	ঘ
২	গ
৩	ঘ
৪	ঘ
৫	ক
৬	গ
৭	খ
৮	ঘ
৯	গ
১০	ঘ
১১	ঘ
১২	খ
১৩	ক
১৪	ক
১৫	খ

এমসিকিউ আইটেম নম্বর	সঠিক উত্তর Answer Key
১৬	ঘ
১৭	গ
১৮	খ
১৯	ক
২০	ঘ
২১	গ
২২	ক
২৩	খ
২৪	গ
২৫	খ
২৬	গ
২৭	গ
২৮	ক
২৯	খ
৩০	ক

সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

বিষয় কোড: ১৫০

১. তামান্না তার ক্লাসের বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের একটি নদীতে নৌকা ভ্রমণে বেরিয়েছিল। সে নদীর উভয়পাশে বিশাল বিশাল বাঁশের ঝাড়সহ লতা-গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে পায়। নদীর একটি স্থানে বিশাল অবকাঠামো দেখে শিক্ষককে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। শিক্ষক বললেন, “এটাই আমাদের দেশের একমাত্র নদী যার পানির প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে শক্তি সম্পদ উৎপাদন করা হয়। এটি আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।”

- ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১
- খ. নদী খনন প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. তামান্নার দেখা বনভূমিটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. নদীটি চিহ্নিতপূর্বক শিক্ষকের উক্তিটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২. জনাব আনিস তার সন্তানদের নিয়ে প্রতিবছর নতুন নতুন স্থানে বেড়াতে যান। এ বছর তিনি কুয়াকাটা গিয়ে সৈকতে হাঁটা-হাঁটি, সমুদ্রে গোসল আর লোকজনের সাথে গল্প-গুজব করে দিন পার করেন। সন্ধ্যায় তিনি রাখাইন পল্লীতে গেলে তাদের পোশাক, খাদ্য ও আচার-আচরণ দীর্ঘক্ষণ প্রত্যক্ষ করে সন্তানরা মুগ্ধ হয়। কথা প্রসঙ্গে জনাব আনিস তার সন্তানদের বলেন, “এ ধরনের কাজের মাধ্যমে তোমাদের মানবিক গুণাবলি বিকশিত হবে”।

- ক. অণু পরিবার কাকে বলে? ১
- খ. অন্তর্গেত্রভিত্তিক বিবাহ হিন্দু সমাজে অধিক প্রচলিত কেন? ২
- গ. জনাব আনিসের সন্তানদের সাথে কুয়াকাটায় সম্পাদিত কাজগুলো পরিবারের কোন কাজের অন্তর্ভুক্ত? ৩
- ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. জনাব আনিসের বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. মৌলি টিভি খুলে একটি আলোচনায় শুনতে পেল স্বাধীনতার পূর্বে ভিয়েতনামীদের কৃষির উন্নয়নের জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হত না। এমনকি কৃষি নির্ভর কোনো শিল্পের প্রসার ঘটতে দেয়নি ফরাসীরা। ফলে স্বচ্ছলতার মুখ বেশিরভাগ ভিয়েতনামীই দেখেনি। এরপর ভাষ্যকার বলছিলেন ১৯১৯ সালে স্বাধীন ভিয়েতনামের স্বপ্নদ্রষ্টা যুবক হো চি মিন ভার্সাই সম্মেলনে ভিয়েতনামীদের অধিকার রক্ষার জন্য ৮ দফা দাবী তুলে ধরেন। যার উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, লবণ কর রহিতকরণ, ভিয়েতনামী ও ফরাসীদের সমান সুবিধা ইত্যাদি। তার দাবীগুলো শোষিত ভিয়েতনামীদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। পরবর্তীতে নিজের অধিকার আদায়ে আন্দোলন সফল করে স্বাধীন ভিয়েতনামের জন্ম হয়।

- ক. যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ১
- খ. ‘আইয়ুব খান ‘মৌলিক গণতন্ত্র’ চালু কও ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল’-ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ভিয়েতনামীদের প্রতি ফরাসীদের আচরণে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি কোন বৈষম্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘হো চি মিনের উত্থাপিত দাবী যেভাবে ভিয়েতনামীদের উজ্জীবিত করেছিল-সেটি যেন আমাদের স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করার পটভূমিরই প্রতিচ্ছবি।’- বিবৃতিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. X ও Y দেশের তথ্য

দেশ	লোক সংখ্যা	মোট জাতীয় আয়	বার্ষিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার	বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার	বার্ষিক দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির হার
X	২ কোটি	৬৪০০ কোটি ডলার	৬%	২%	৩%
Y	২.৫ কোটি	৭৫০০ কোটি ডলার	৫%	১%	১%

- ক. অর্থনীতিতে ভোগ কাকে বলে? ১
- খ. নারীর ক্ষমতায়নের অভাব কীভাবে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে X দেশটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. X ও Y দেশ দুটির মধ্যে কোনটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন অধিকতর সন্তোষজনক? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. আশা ও তৃপ্তি সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। এবারের শীতের ছুটিতে আশা পরিবারের সাথে দেশের মধ্যাঞ্চলে বেড়াতে যায়। আশা মাটির দিকে তাকিয়ে দেখে মাটির রং লাল ও বালুময় এবং ছোট ছোট পাথরযুক্ত। গাছের দিকে তাকিয়ে দেখে সেগুলো পাতাহীন। আশা অবাক হয় কারণ তাদের এলাকার মাটি অত্যন্ত নরম এবং গাছপালা সারা বছর সবুজ থাকে।

অন্যদিকে তৃপ্তি তার পরিবারের সাথে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঘুরতে যায়। তৃপ্তি উঁচু উঁচু টিলায় উঠে সেখানকার মাটি পাথুরে আর নড়িতে পূর্ণ দেখতে পায়।

- ক. ভূমিকম্পের কেন্দ্র কাকে বলে? ১
- খ. বাংলাদেশে অধিক শীত বা গরম অনুভূত হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. তৃপ্তির ভ্রমণকৃত স্থানটি বাংলাদেশের কোন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. আশার নিজ এলাকা এবং তার ভ্রমণকৃত এলাকা দুটির ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করে কোনটি কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে অধিক উপযোগী? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. ঘটনা-১: জনাব আসিফ তার পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তি তিনি, তার মা ও এক বোনের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। প্রচলিত আইন অনুযায়ী মাকে নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার পর তাঁর বোনের প্রাপ্ত সম্পত্তির দ্বিগুণ তিনি পান।

ঘটনা-২: জনাব রাফি একজন প্রথম শ্রেণির ঠিকাদার। তিনি তার অর্জিত আয়ের একটি অংশ বার্ষিক কর হিসেবে এবং জমির খাজনা যথাসময়ে প্রদান করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় কাজের অংশ হিসেবে জনাব রাফি একটি রাস্তা সংস্কার ও একটি নতুন কালভার্ট এবছর নির্মাণ করেছেন।

- ক. রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
- খ. আইনের প্রাধান্য নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবজ কেন? ২
- গ. সম্পত্তি ভাগ করার ক্ষেত্রে জনাব আসিফ যে আইনের প্রয়োগ করেছেন সেটি আইনের কোন উৎসের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘জনাব রাফির প্রথম কাজটি তার দ্বিতীয় কাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’- নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে রাষ্ট্রের কার্যাবলির সম্পর্ক নিরূপণসহ বিশ্লেষণ বিবৃতিটি কর। ৪

৭. X দেশের মি. রকিবকে তার নিজ দেশে সরকার নির্ধারিত মূল্যে দ্রব্য কিনতে হয়। তার জীবনযাত্রার সকল ব্যয় তিনি তাঁর বেতন থেকে মেটাতে পারেন। তিনি Y দেশে বেড়াতে গিয়ে বন্ধুর সাথে প্রসাধনী কিনতে বাজারে গেলেন। দোকানী প্রসাধনীর দাম বেশি চাচ্ছিল বলে তাঁর বন্ধু তাঁকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী দোকানে সরকার নির্ধারিত মূল্যে প্রসাধনী দ্রব্যটি ক্রয় করলেন।

- ক. মুনাফা কী? ১
- খ. মরুভূমির বাণু সম্পদ নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. X দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. Y দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে কি? Y দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চিহ্নিতপূর্বক মতামত দাও। ৪

৮. এনজিও কর্মী মীরা শিশুদের নিয়ে কাজ করেন। একটি জরিপের কাজে প্রথম দিন গিয়ে তিনি দেখলেন স্কুলের ইউনিফর্ম পরা কিছু ছাত্র স্কুল সময়ে রাস্তার মোড়ে আড্ডা দিচ্ছে। তিনি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে ছাত্ররা তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে।

পরের দিন তিনি আবার জরিপের কাজে বের হয়ে দেখলেন, একটি ঝালাই কারখানায় ১২/১৩ বছরের কিছু শিশু কাজ করছে। এক প্রশ্নের উত্তরে মালিক বললেন “তাদের কাজের জন্য আমার কাছে সার্টিফিকেট আছে”। তিনি একই বয়সী কিছু শিশুকে হোটেলে খাদ্য পরিবেশন করতে দেখলেন। প্রশ্নের জবাবে মালিক বললেন “ওরা সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কাজ করে।”

- ক. সামাজিক বিশৃঙ্খলা কী? ১
- খ. বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির লক্ষ্যের সাথে নারীদেও জন্য ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মীরার প্রথম দিনের দেখা ঘটনায় কোন সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মীরার দ্বিতীয় দিনে দেখা দুটো পরিস্থিতিতেই কি কারখানার মালিকগণ দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করেছেন? সামাজিক সমস্যাটি চিহ্নিতপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্নের রুব্রিক্স ও নমুনা উত্তর
বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় কোড: ১৫০

১. X ও Y দেশের তথ্য নিম্নরূপ

দেশ	জনসংখ্যা সংখ্যা	মোট জাতীয় আয়	বার্ষিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার	বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার	বার্ষিক দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির হার
X	২ কোটি	৬৪০০ কোটি ডলার	৬%	২%	৩%
Y	২.৫ কোটি	৭৫০০ কোটি ডলার	৫%	১%	১%

(কাল্পনিক)

- ক. অর্থনীতিতে ভোগ কাকে বলে? ১
- খ. নারীর ক্ষমতায়নের অভাব কিভাবে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে X দেশটি কোন শ্রেণির অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. X ও Y দেশ দুটির মধ্যে কোনটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অধিকতর সম্ভাব্যজনক? বিশ্লেষণ কর। ৪

১ (ক) অর্থনীতিতে ভোগ কাকে বলে?

১ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
		১	অর্থনীতির ধারণা অনুসারে ভোগের সঠিক সংজ্ঞা/ধারণা লিখতে পারলে।
		০	অগ্রহণযোগ্য অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (ক) প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোন দ্রব্যের উপযোগিতা ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে ভোগ বলে।
 অথবা, ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে।

১ (খ) নারীর ক্ষমতায়নের অভাব কিভাবে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে? ব্যাখ্যা কর।

১ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (খ)	২	২	নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা/একটি দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এই তথ্যটুকো উল্লেখ করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ না থাকলে কীভাবে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে তা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
		১	নারীর ক্ষমতায়নের সঠিক ধারণা লিখতে পারলে। অথবা, একটি দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এই তথ্যটুকো লিখতে পারলে।
		০	অগ্রহণযোগ্য অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (খ) প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে বোঝায়। একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ না থাকলে তারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অবদান রাখতে পারেনা। এর ফলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

অথবা, একটি দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। নারীর ক্ষমতায়নের অভাব থাকলে তারা দেশের উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

১ (গ). মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে X দেশটি কোন শ্রেণির অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর।

১ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (গ)	৩	৩	উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে সঠিক মাথাপিছু আয় নির্ণয় করে দেশটিকে নিম্ন-আয়ের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলে।
		২	মাথাপিছু আয়ের সূ অনুসারে উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে সঠিক মাথাপিছু আয় নির্ণয় করতে পারলে।
		১	মাথাপিছু আয়ের সঠিক ধারণা/সূত্র লিখতে পারলে
		০	অগ্রহণযোগ্য অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (গ) প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

$$\text{আমরা জানি, মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে X দেশের মোট জনসংখ্যা=২ কোটি

X দেশের মোট জাতীয় আয়=৬৪০০ কোটি ডলার

$$\text{অতএব, X দেশের মাথাপিছু আয়} = \frac{৬৪০০ \text{ কোটি ডলার}}{২ \text{ কোটি}} = ৩২০০ \text{ ডলার।}$$

মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে ১০০৬-৩৯৭৫ ডলার পর্যন্ত মাথাপিছু আয় অর্জনকারী দেশকে নিম্নমধ্য আয়ের দেশ বলা হয়। তাই বলা যায়, X দেশটি নিম্নমধ্য আয়ের দেশ।

ঘ. X ও Y দেশ দুটির মধ্যে কোনটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন অধিকতর সন্তোষজনক? বিশ্লেষণ কর।

১ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (ঘ)	৪	৪	উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে উভয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনার ভিত্তিতে Y দেশের উন্নয়নকে অধিক সন্তোষজনক হিসেবে যৌক্তিক মতামত প্রদান করতে পারলে।
		৩	উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে উভয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনা করতে পারলে।
		২	অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারলে
		১	Y দেশের নাম উল্লেখ করতে পারলে। অথবা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা/সংজ্ঞা লিখতে পারলে
		০	অগ্রহণযোগ্য অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১ (ঘ) প্রশ্নের নমুনা/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

Y অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অধিকতর সন্তোষজনক।

কোনো দেশের জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। প্রবৃদ্ধি হার হচ্ছে জাতীয় আয়ের পরিবর্তনের হার।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হারকে বিবেচনায় নিতে হয়।

উদ্দীপকে X দেশের বার্ষিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ৬% জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২% এবং বার্ষিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ৩%। এই নির্দেশকগুলো X দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। Y দেশে বার্ষিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ৫% জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১% এবং বার্ষিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ১%। অনুরূপভাবে দেখা যায় Y দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে।

X ও Y দেশের মধ্যে Y দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক। কারণ X দেশের প্রবৃদ্ধির হার ১ শতাংশ বেশি হলেও Y দেশের জনসংখ্যা এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার X দেশ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে কম। Y দেশের জনগণ প্রবৃদ্ধির সুফল বেশি ভোগ করবে। তাই বলা যায়, Y দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নমুনা

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় কোড : ১৫০

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১. ছয় দফা কর্মসূচি কীভাবে বাঙালির জাতীয় চেতনা মূলে বিক্ষোভ ঘটায়?
২. মুক্তিযুদ্ধকে কেনো গণযুদ্ধ বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।
৩. 'প্রতি ১ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।' গাণিতিকভাবে প্রমাণ করো।
৪. জলবায়ু পরিবর্তন উপকূলীয় এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উপর কী প্রভাব ফেলছে?
৫. সৌরশক্তি কীভাবে বাংলাদেশের উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করো।
৬. বাংলাদেশকে কেন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।
৭. স্থানীয় প্রশাসনের মূখ্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো?
৮. আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতার উৎস কী এবং কেন?
৯. টেকসই উন্নয়নে অংশীজনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
১০. 'ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলেও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন সম্ভব।' - ব্যাখ্যা করো।
১১. মাথাপিছু আয় ও দ্রব্যমূল্যের সাথে জীবনযাত্রার মানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।
১২. দারিদ্র বিমোচনে সোনালী ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
১৩. রিনা তাদের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেলে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে। এই অংশগ্রহণ কীভাবে রিনাকে সামাজিক মানুষে পরিণত করবে?
১৪. ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন কীভাবে নারীর মর্যাদার পরিবর্তন করে?
১৫. সড়ক দুর্ঘটনাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে কেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর

১. ছয় দফা কর্মসূচি কীভাবে বাঙালির জাতীয় চেতনা মূলে বিচ্ছোরণ ঘটায়?

১নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশনা/রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১	২	২	৬ দফা কর্মসূচির অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক গুরুত্ব কীভাবে মানুষকে নতুন চেতনা/স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে তার ব্যাখ্যা প্রদান করলে।
		১	৬ দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ লিখতে পারলে। অথবা, ৬ দফা ছিল বাঙালির স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পদক্ষেপ লিখতে পারলে। অথবা, প্রাসঙ্গিক মৌলিক তথ্য উল্লেখ করতে পারলে
		০	অগ্রহণযোগ্য অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

১নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

১৯৬৬ সালের ৬ দফা কর্মসূচি বাঙালির মুক্তির সনদ। বাঙালির স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পদক্ষেপ। ৬ দফা কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিকসহ সকল অধিকারের কথা তুলে ধরা হয়। এই কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না থাকলেও এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিহিত ছিল। বাঙালি নিজেদের আলাদা সত্তা হিসেবে ভাবতে শুরু করে। এই ভাবনা বাঙালির জাতীয় চেতনা মূলে বিচ্ছোরণ ঘটায়।

২. সড়ক দুর্ঘটনাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে কেন?

২নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশনা/রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১	২	২	সামাজিক সমস্যার ধারণার আলোকে সড়ক দুর্ঘটনাকে যৌক্তিকভাবে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলে।
		১	সামাজিক সমস্যা কী তা সঠিকভাবে লিখলে।
		০	অগ্রহণযোগ্য অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

২নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

সামাজিক সমস্যা হলো সমাজ জীবনের এমন এক অবস্থা যা সমাজে বসবাসকারী বৃহৎ অংশকে প্রভাবিত করে। এ ধরনের সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হয়। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হওয়ার প্রভাব শুধুমাত্র আহত বা নিহত হওয়া ব্যক্তির উপর পড়ে না। পরিবার ও স্বজনদের জীবনের উপর অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। আবার সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিকার অথবা প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজন হয়। তাই সড়ক দুর্ঘটনাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৩. ‘প্রতি ১ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।’ গাণিতিকভাবে প্রমাণ করো।

৩নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশনা/রুব্রিক্স

প্রশ্নের ক্রমিক নং	বরাদ্দকৃত মোট নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১	২	২	সঠিক গাণিতিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রমাণ করতে পারলে।
		১	পৃথিবীর কেন্দ্রে কোণের পরিমাণ ৩৬০° । এই ৩৬০° কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা এই তথ্যটুকো লিখতে পারলে। অথবা, প্রাসঙ্গিক মৌলিক তথ্য উল্লেখ করতে পারলে
		০	অগ্রহণযোগ্য অথবা ভুল উত্তর লিখলে।

২নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর/পূর্ণাঙ্গ উত্তর

পৃথিবী নিজ অক্ষে অনবরত আবর্তন করে। পৃথিবীর কেন্দ্রে কোণের পরিমাণ $৩৬০\pm$ । এই $৩৬০\pm$ কৌণিক দূরত্ব অতিক্রম করতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা।

২৪ ঘণ্টা = $২৪ \times ৬০ = ১৪৪০$ মিনিট

$৩৬০\pm$ অতিক্রম করতে সময় লাগে ১৪৪০ মিনিট

অতএব, $১\pm$ অতিক্রম করতে সময় লাগে $১৪৪০ \div ৩৬০ = ৪$ মিনিট।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১৮, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৬ জুন ২০০৭

নং শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯—দেশের মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যমান বহুমুখী শিক্ষাক্রমের আওতায় ৯ম-১০ম শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার বিশেষ শাখা (বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা) বেছে নিতে হয়। বর্তমানে প্রচলিত বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা গেলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী ব্যাপকভিত্তিক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। এ লক্ষ্যে গত ১২-৭-২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৬০ প্রজ্ঞাপনমূলে ২০০৬ শিক্ষাবর্ষ হতে মাধ্যমিক স্তরে (৯ম শ্রেণীতে) একমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তন এবং আগামী ২০০৮ সালে এস.এস.সি পরীক্ষা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে মর্মে নির্দেশনা ছিল। প্রস্তুতি হিসেবে দেশব্যাপী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা, অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ সংস্কার কর্মসূচির প্রচার ও উদ্বুদ্ধ করণার্থে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকদের নিকট সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপানুষ্ঠানিক পত্র দেন। একইভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিকট তৎকালীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক পত্রে একমুখী শিক্ষা কর্মসূচিকে সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়।

২। অনিবার্য কারণে ৮ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/১৭৮৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত একমুখী শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত করা হয় এবং পরবর্তীতে গত ১৪ আগস্ট ২০০৬ তারিখে শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/

(৬১৪৭)

মলা : টাকা ২.০০

সেসিপ/২০০৪/১১৯৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ৩১-১২-২০০৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। বর্তমানে সরকার একমুখী শিক্ষা স্বগিত রেখে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের আওতায় নতুন পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ—

- (১) এস.এস.সি পরীক্ষায় ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature চারু ও কারুকলা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহের জন্য—

(ক) প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে ৫০ শতাংশ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Structured Question) ব্যবহার করা হবে। বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী কয়েকটি অংশ নিয়ে প্রতিটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন গঠিত হবে। তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে।

(খ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ শতাংশ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত থাকবে, তবে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিতে ৩৫ শতাংশ, কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে ৩০ শতাংশ এবং কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশ নম্বর বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

(গ) প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ১ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। এই হিসাবে বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রের সময় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ থাকবে।

(ঘ) যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৬০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। যে সকল বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জন্য ৪০ শতাংশ নম্বর নির্ধারিত সে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

(ঙ) প্রশ্ন প্রণেতাগণ বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু (Content Coverage) বিবেচনায় এনে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। এজন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করতে হবে।

- (চ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করবার জন্য প্রশ্নপ্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর (Model Answer) ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Marking Scheme) বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন।
- (ছ) পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা উত্তর এবং নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করবেন। উত্তরপত্র প্রকৃত মূল্যায়নের পূর্বে প্রধান পরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষকগণ উত্তরপত্রে নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত নম্বর প্রদানকে নির্ভরযোগ্য করবেন।
- (২) এই পরীক্ষা সংস্কার ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.এস পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় এই পরীক্ষা সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- (৩) ইংরেজি ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, বাংলা ২য় পত্র, সহজ বাংলা, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কর্মমুখী শিক্ষা, বেসিক ট্রেড, আরবি/সংস্কৃত/পালি, সংগীত, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, English Language & Literature এবং চারু ও কারুকলা বিষয়সমূহের নম্বর বন্টন প্রশ্নের ধরণে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।
- (৪) ফলাফল তৈরির ক্ষেত্রে গ্রেড ও জিপিএ নির্ধারণে বর্তমান নিয়মই বহাল থাকবে।
- (৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রশ্নপত্র প্রণেতা, মডারেটর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকগণের জন্য এতদসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- (৬) প্রকল্প পরিচালক, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টিকিউআই)-এর সাথে প্রকল্প পরিচালক, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটাবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক)।

১, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ এপ্রিল ২০০৮

নং- শিম/শা: ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/ ২০০৪/৬৯৪--সংস্কারকৃত
কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত
বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৬ জুন ২০০৭ তারিখের
শিম/শা:১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯ সংখ্যক স্মারকে
জারীকৃত প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে নিম্নোক্ত নির্দেশনা জারী করা
হলো:

- ১) কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি- “সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি”
হিসেবে বিবেচিত হবে।
- ২) ২০১০ সাল থেকে ‘সৃজনশীল প্রশ্ন’ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র
বাংলা ১ম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে এসএসসি পরীক্ষা
গ্রহণ করা হবে।
- ৩) ২০১১ সাল হতে পূর্ণাঙ্গভাবে ‘সৃজনশীল প্রশ্ন’ পদ্ধতিতে
এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
- ৪) চলতি বছর ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যাতে
সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সাথে পরিচিত হতে পারে এবং
সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বচ্ছন্দ্যবোধ করে সে
লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকেই ৮ম শ্রেণীতে ন্যূনতম
পরিসরে হলেও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সূচনা করতে
হবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি নিশ্চিত
করবে।
- ৫) ২০০৯ সাল হতে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে
সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে।
- ৬) সমতার স্বার্থে এসএসসি’র সমপর্যায়ে মাদ্রাসা ও
কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় ২০১১ সাল থেকে ‘সৃজনশীল
প্রশ্ন’ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয়ের
মাদ্রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে এখন থেকেই
প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
- ৭) এসএসসি পরীক্ষার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালের
এইচএসসি পরীক্ষা এবং একইভাবে সমমানের মাদ্রাসা
ও কারিগরি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরীক্ষাতেও
সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হবে। মন্ত্রণালয়ের
কলেজ এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি অনুবিভাগ এ বিষয়ে
এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

৮) সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির যৌক্তিকতা তুলে ধরে রেডিও,
টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এসইএসডিপি
প্রকল্প থেকে প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৯) সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম
পরিচালনা ও সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য
এসইএসডিপি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে
স্থাপিত Bangladesh Examinations
Development Unit (BEDU) কে আরও
কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। সে লক্ষ্যে প্রকল্প ও
শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষার্থীদের
নিকট আকর্ষণীয় এবং বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্তক
প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।

১১) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও গবেষণার জন্য এনসিটিবি এবং ঢাকা
শিক্ষা বোর্ড যৌথ উদ্যোগে একটি সেল গঠন করবে। এ
সেল সৃজনশীল প্রশ্নপত্র আহ্বান ও যাচাই-বাছাইপূর্বক
একটি প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করবে।

২। ১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়সমূহ ব্যতিত ০৬ জুন
২০০৭ তারিখের শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৪/৯৯৯
সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে বিধৃত অন্যান্য বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।
পরিপত্রের বর্ণিত নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ,
সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ
কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, জাতীয়
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট
ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর
ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ
যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

৩। এতদ্বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২৯ জুলাই,
২০০৭ তারিখে শিম/শাঃ ১১/বিবিধ-৬/সেসিপ/২০০৭/১৩১৫
সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি
করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

বাবলু কুমার সাহা

উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
(শাখা-১১)

নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সসিপ/২০০৪(অংশ)/৭০৯

তারিখঃ ১ জুলাই, ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্নমুখী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক বা সমমানের স্তরে বিদ্যমান প্রশ্ন পদ্ধতির স্থলে 'সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি' প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে এস. এস. সি. পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিপূর্বেকার নির্ধারিত বাস্তবায়ন সময়সূচি পর্যালোচনা করে সরকার উক্ত বিষয়ে নিম্নরূপ সংশোধিত সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ করেছে:

- (ক) পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় বাংলা প্রথম পত্র এবং ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে;
- (খ) ২০১১ সালে উপরি-উক্ত বাংলা প্রথম পত্র ও ধর্ম বিষয়সহ সাধারণ শিক্ষা ধারার বিভিন্ন শাখায় (মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে 'সৃজনশীল প্রশ্ন' পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে, যথা:-

শাখা	বিষয়	
মানবিক শাখা	ভূগোল	সাধারণ বিজ্ঞান
বাণিজ্য শাখা	ব্যবসায় পরিচিতি	সাধারণ বিজ্ঞান
বিজ্ঞান শাখা	রসায়ন বিজ্ঞান	সামাজিক বিজ্ঞান

- (গ) ২০০৯ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ শিক্ষা ধারায় ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতির আওতাভুক্ত সকল বিষয়ে প্রবর্তিত সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি বহাল থাকবে।

২। মাদরাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল স্তরে ২০১১ সালে বাংলা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৩। সকল শিক্ষা ধারায় (সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি) মাধ্যমিক বা সমমান স্তরে পূর্ণাঙ্গভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।


(মোঃ মোয়েজুদ্দীন আহমেদ)
যুগ্ম-সচিব(মাধ্যমিক)

✓ উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস

তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৮(অংশ)/২৫০

তারিখ : ০৮ চৈত্র ১৪১৬
২২ মার্চ ২০১০

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১১ সালে সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.সি পরীক্ষায় ৭টি বিষয় যথা : (১) বাংলা ১ম পত্র (২) ধর্ম (৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) সামাজিক বিজ্ঞান (৫) ভূগোল (৬) রসায়ন ও (৭) ব্যবসায় পরিচিতি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় দাখিল পরীক্ষায় (১) বাংলা ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১ জুলাই ২০০৯ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/২০০৮(অংশ)/৭০৯ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইতোপূর্বে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

২। ২০১২ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও নিম্নোল্লিখিত অতিরিক্ত আরও ১১টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে এস.এস.সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়সমূহ যথা : (১) পদার্থ বিজ্ঞান (২) জীববিজ্ঞান (৩) ইতিহাস (৪) অর্থনীতি (৫) পৌরনীতি (৬) হিসাব বিজ্ঞান (৭) ব্যবসায় উদ্যোগ (৮) বাণিজ্যিক ভূগোল (৯) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১০) কৃষি শিক্ষা ও (১১) কম্পিউটার শিক্ষা।

৩। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০১২ সালের দাখিল পরীক্ষায় (১) রসায়ন (২) সামাজিক বিজ্ঞান ও (৩) কোরআন মাজিদ বিষয়সমূহের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় গৃহিত হবে।

৪। গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আওতায় আসবে না।

৫। ইহা জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত : ২২/০৩/২০১০

(সৈয়দ আতাউর রহমান)

সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায়

প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৮(অংশ)/২৫০/১(১৪)

তারিখ : ০৮ চৈত্র ১৪১৬
২২ মার্চ ২০১০

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে :

- (১) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- (২) প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- (৩) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
- (৪) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- (৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- (৬) পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- (৭) অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।
- (৮) ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম, অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
- (৯) অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
- (১০) ড. সফিউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক, বাংলা, শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (গাজী ভবন, ৬ সি, ৪১ নয়াপল্টন, ঢাকা)।
- (১১) প্রফেসর হাসপিরা বশির উল্লাহ, সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
- (১২) জনাব রবিউল কবীর চৌধুরী, বিশেষজ্ঞ (পরীক্ষা ও মূল্যায়ন), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- (১৩) গাজী মোঃ আহসানুল কবীর, পরামর্শক (কারিকুলাম), এসইএসডিপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- (১৪) সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মোঃ আইয়ুব হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০

তারিখ : ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
০৭ জুন ২০১০

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১২ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্র বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :

সৃজনশীল প্রশ্ন ৬০
বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ৪০
মোট ১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে ইহা জারি করা হলো।

রট্টপত্রির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত : ০৭/০৬/২০১০
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/৮-৪/২০১০/৪৩০

তারিখ : ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
০৭ জুন ২০১০

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে :

- ১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট বিভাগ।
- ২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- ৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৭। জেলা প্রশাসক, ----- (সকল)।
- ৮। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।)
- ৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাকে প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১১। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ----- (সকল অঞ্চল)।
- ১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৪। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৫। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

(মোঃ আইয়ুব হোসেন)
১৫/৬/২০১০
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮

তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮
২৩ জুন ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিখন পদ্ধতির গুনগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ সাল হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য আলিম পরীক্ষায় (১) বাংলা প্রথমপত্র ও (২) ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০১৪ সাল থেকে আলিম পরীক্ষায় রসায়ন বিষয়টি এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-

২৩/০৬/২০১১

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৬৮

তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪১৮
২৩ জুন ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।

৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।

৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

৮। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম)

উপ-সচিব (মাদ্রাসা)

ফোন ৭১৬৪৭৫০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৩০৯

তারিখঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৮
০৫ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় পৌরনীতি, রসায়ন এবং ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবণ্টন হবে নিম্নরূপঃ

বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পৌরনীতি, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	৬০	৪০	-	১০০
রসায়ন	৪০	৩৫	২৫	১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

তারিখঃ ০৫/০৭/২০১১

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা

(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৩০৯/১(৩২৩)

তারিখঃ ২১ আষাঢ় ১৪১৮
০৫ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ

- ১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
- ২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- ৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৭। জেলা প্রশাসক, ----- (সকল)।
- ৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----- (সকল)।
- ১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ----- (সকল অঞ্চল)।
- ১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

(মুন্সেরা জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫০৩৪১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯

তারিখ : ২৬ মার্চ ১৪১৮
০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষার পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রটিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :

বিষয়	সৃজনশীল (ক্যাটামোরফ) প্রশ্নের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর	মোট নম্বর
পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান	৪০	৩৫	২৫	১০০
হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা	৬০	৪০		১০০
ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ	৬০	৪০		১০০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসি/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিরূপে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

তারিখঃ ০৬/০২/২০১২

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সচিব

উপ-পরিচালক

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা

(প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

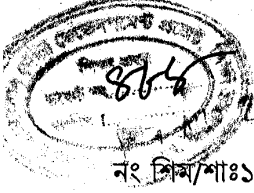
সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ)/৮৯

তারিখ : ২৬ মার্চ ১৪১৮
০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে :

- ১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/জংপুর বিভাগ।
- ২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- ৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসজিপি/সেকায়েপ/ডিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৬। জেলা প্রশাসক, ----- (সকল)।
- ৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----- (সকল)।
- ১০। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ----- (সকল অঞ্চল)।
- ১১। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। জেলা শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ----- (সকল)।
- ১৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(মোহাম্মদ নাসের উদ্দীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৫০৩৪১।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫

তারিখঃ

০৪ শ্রাবণ ১৪১৮
১৯ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

মানসম্মত শিক্ষা ও শিখন পদ্ধতির গুণগতমান উন্নয়নে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ধারাবাহিকতায় আগামী ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য দাখিল পরীক্ষায় (১) কম্পিউটার শিক্ষা, (২) পদার্থ বিজ্ঞান ও (৩) জীব বিজ্ঞান বিষয় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-

১৯/০৭/২০১১

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপ-নিয়ন্ত্রক

বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নং শিম/শাঃ১৪/বিবিধ-৫/০৭/২৯৫

তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ ১৪১৮
১৯ জুলাই ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ

- ১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/টিকিউআই/সেকায়েপ, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
- ৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
- ৫। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- ৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৭। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৮। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (তাকে প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)

(মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর)
উপ-সচিব (মাদ্রাসা)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moedu.gov.bd

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ-২)/ ৬৭৮

তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী ২০১৪ সালের জেএসসি/জেডিসি, ২০১৫ সালের এসএসসি/দাখিল এবং ২০১৭ সালের এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রশ্নের মানবন্টন হবে নিম্নরূপ :

ক্রমিক	পরীক্ষার নাম	বিষয়	সৃজনশীল (কাঠামো) প্রশ্নের নম্বর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর	মোট নম্বর	বাস্তবায়নকাল
১.	জেএসসি/জেডিসি	গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৪
২.	এসএসসি/দাখিল	গণিত ও উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৫
৩.	এইচএসসি/আলিম	উচ্চতর গণিত	৬০	৪০	১০০	২০১৭

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০০৮ তারিখের নং-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/=-

তারিখ: ১৯/০৯/২০১২

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

সচিব

সংখ্যা-শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬/২০০৪(অংশ-২)/ ৬৭৮

তারিখ : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
১২ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
- ২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর।
- ৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, এসইএসডিপি/সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৬। জেলা প্রশাসক, ----- (সকল)।
- ৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম্‌স ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(এ জেড এম নূরুজ্জামান)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোনঃ ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)

ই-মেইলঃ sas_sec2@moedu.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moedu.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

আগামী দাখিল ও এইচএসসি/আলিম পরীক্ষা-২০১৬ এবং দাখিল ও এইচএসসি পরীক্ষা-২০১৭ নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ এবং নম্বর বন্টন অনুযায়ী সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

২। পরীক্ষার নাম, বাস্তবায়নকাল এবং বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নের নম্বর বিভাজন :

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
দাখিল	২০১৬	১. পৌরনীতি ও নাগরিকতা	পূর্ণনম্বর : ১০০		১০০	নাই	৪০	৬০
এইচএসসি	২০১৬	২. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৩. যুক্তিবিদ্যা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		৪. উচ্চ ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		৫. ফিন্যান্স ব্যাঙ্কিং ও বীমা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESDP). Sec-11 MoE\Proggapn doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন	বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর বন্টন	
				তৃতীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৬	৬. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
		৭. ভূগোল	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫
আলিম	২০১৬	৮. অর্থনীতি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর :২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
		৯. পদার্থবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫
		১০. জীববিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SESIP), Sec-11, MoE\Proggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
আলিম	২০১৬	১১. পৌরনীতি ও সুশাসন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০	৬০
		১২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
দাখিল	২০১৭	১৩. কৃষি শিক্ষা	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৪. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	পূর্ণনম্বর : ১০০		৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	পূর্ণনম্বর : ৫০		-	২৫	২৫	-
এইচএসসি	২০১৭	১৬. কৃষি শিক্ষা	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৭. পরিসংখ্যান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		১৮. মনোবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA-SI:SDP). Sec-11. MaEProggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন		বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
					তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	১৯. গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২০. শিল্প বিকাশ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২১. খাদ্য ও পুষ্টি	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২২. গৃহব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
		২৩. শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছেদ	প্রতিটি বিষয় পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	৭৫	২৫	৩৫	৪০

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (AI, DIA, SESDP), Sec-11, MufProggapn.doc

পরীক্ষার নাম	বাস্তবায়নকাল	বিষয়ের নাম	বিষয়ের নম্বর বিভাজন	বিষয়ের নম্বর বন্টন		সৃজনশীল প্রশ্নে নম্বর বন্টন	
				তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	সৃজনশীল প্রশ্ন
এইচএসসি	২০১৭	২৪. ইসলাম শিক্ষা	পূর্ণ নম্বর : ২০০	প্রথম পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৪০
				দ্বিতীয় পত্র : ১০০ নম্বর	১০০	নাই	৬০

৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.০৪.২০০৮ তারিখের শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬ সেসিপ/২০০৪/৬৯৪ প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

তারিখ : ১৯.১১.২০১৪

(মো. নজরুল ইসলাম খান)

সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৩২.১৪-৪৩০

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১। কমিশনার, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
- ২। প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (তাঁর অধীন সকল আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)।
- ৩। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/যশোর/কুমিল্লা/বরিশাল/সিলেট/চট্টগ্রাম।
- ৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ৫। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
- ৬। যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৭। প্রকল্প পরিচালক, সেকায়েপ/টিকিউআই-এসইপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৮। জেলা প্রশাসক, (সকল) (তাঁর অধীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ-কে প্রজ্ঞাপনের কপি সরবরাহের অনুরোধসহ)।
- ৯। পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১ সোনারগাঁও রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
- ১০। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

D:\Shah Khondoker Abdul Bari (A1, DIA-SI:SDP). Sec-11. MolAProggapn.doc

১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।

✓ ১৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।


(ক.ডিসার নাসরীন)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোন : ৯৫৫০৩৪১ (অফিস)

ই-মেইল : sas_sec2@moedu.gov.bd

নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা বিষয়ক প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৬.০০৭.২০১৬ -১১৪

তারিখ : ১৮ মার্চ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
৩১ জানুয়ারি, ২০১৭

বিষয় : পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা।

পাবলিক পরীক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ০১-০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে সৃজনশীল প্রতিটি বিষয়ে ১২ জন করে প্রধান পরীক্ষককে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২০০০ প্রধান পরীক্ষক এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকদের সহায়তায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিদ্যমান কিছু সমস্যা সমাধান করে পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাবোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে :

১.০ নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি এবং উত্তরপত্র বাছাই

- ১.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ জুন, ২০০৭ তারিখের প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি-৮ অনুযায়ী উত্তরপত্র মূল্যায়ন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রশ্নপ্রশ্নোত্তর প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবেন। কোন কারণে প্রশ্নপত্র প্রশ্নোত্তর নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর প্রণয়ন করে না থাকলে যেদিন যে বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেদিনই পরীক্ষা শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষককে আমন্ত্রণ জানানবেন। উক্ত ৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকের মধ্য থেকে ৩ জন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics/Marking Scheme) ও নমুনা উত্তর (Model Answer) তৈরি করবেন এবং অপর ৩ জন Script Room থেকে তিন ধরনের (উত্তম, মধ্যম এবং দুর্বল মানের) উত্তরপত্র বাছাই করবেন। এ কার্যক্রমে বোর্ডসমূহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- ১.২ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের নিকট থেকে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর এবং বাছাইকৃত তিন ধরনের উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনই বুঝে নেবেন।
- ১.৩ বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনার জন্য প্রধান পরীক্ষকসহ মোট ২০ জনকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করবেন। এ কর্মশালায় বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক পরিচালিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের উপর প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে শুধু প্রধান পরীক্ষকগণই আমন্ত্রিত হবেন। যে সকল বিষয়ে ২০ জনের কম প্রধান পরীক্ষক আছেন, সে সকল বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকসহ ২০ জনের সংখ্যা পূরণ করতে হবে।
- ১.৪ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিটি উত্তরপত্রের ২০ কপি ফটোকপি করবেন।
- ১.৫ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে প্রণীত প্রতিটি নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরের ২০ কপি ফটোকপি করবেন।

২.০ নমুনা নম্বর প্রদান (Sample Marking) কর্মশালা

- ২.১ বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে ২০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষক/পরীক্ষককে নিয়ে দিব্যাপী নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা পরিচালনা করবেন। এ কর্মশালাসমূহ বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত উত্তরপত্র মূল্যায়নের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান পরীক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে।
- ২.২ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালায় বোর্ড কর্তৃক প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর পরিমার্জন/পরিবর্তন করতে হলে তা করতে হবে এবং উপস্থিত পরীক্ষকগণের মধ্যে নম্বর প্রদানের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর বুঝে নেবেন।
- ২.৩ নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালা শেষে প্রধান পরীক্ষকগণের কাছ থেকে বুঝে নেয়া চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক এবং পরীক্ষকের সংখ্যা অনুযায়ী ফটোকপি করতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক এর সংখ্যা যদি ১০০ জন হয় তবে ১০০ কপি চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও উত্তরপত্র ফটোকপি করতে হবে।

চলমান পাতা/-২

(পাতা-২)

৩.০ পরীক্ষকগণের ব্রিফিং (চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তরের আলোকে)

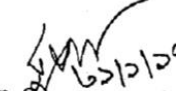
- ৩.১ প্রধান পরীক্ষক/পরীক্ষকগণের মধ্যে উত্তরপত্র বিতরণের দিন নমুনা নম্বর প্রদান কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ২ জন প্রধান পরীক্ষক মান্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর আলোচনা করবেন। এ জন্য বোর্ডসমূহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন।
- ৩.২ এই ব্রিফিং-এর জন্য পর্যাপ্ত সময় (ন্যূনতম ৩ ঘণ্টা) বরাদ্দ করতে হবে।
- ৩.৩ ব্রিফিং-এ প্রতি পরীক্ষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যারা অনুপস্থিত থাকবেন বোর্ড তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ৩.৪ প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের নম্বর প্রদান সম্পর্কিত আলোচনা শেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষকগণের মধ্যে (ক) উত্তরপত্র (খ) চূড়ান্ত নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও (গ) নমুনা উত্তর বুঝিয়ে দেবেন।

৪.০ প্রধান পরীক্ষকগণের প্রতিবেদন

- ৪.১ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে যে প্রধান পরীক্ষক তাঁর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের ১২% উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের ওপর একটি প্রতিবেদন উত্তরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন জমা দিয়েছেন।
- ৪.২ বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক পুনর্মূল্যায়নকৃত ১২% উত্তরপত্র বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৫.০ বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের প্রতিবেদন

- ৫.১ সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ (৯টি বোর্ড) তাঁদের কাছে জমাকৃত প্রধান পরীক্ষকগণের প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকায় প্রেরণ করবেন।
- ৫.২ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকার অধীন বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটকে প্রধান পরীক্ষকবৃন্দের প্রতিবেদনের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করার নির্দেশনা দিবেন। উক্ত প্রতিবেদনে পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষকগণের কাজের (Performance) প্রতিফলন থাকতে হবে।
- ৫.৩ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক প্রণীত উক্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেবেন।


(চৌধুরী মুকাদ আহমদ)
অতিরিক্ত সচিব

চেয়ারম্যান

ঢাকা/হুমিদ্দা/যশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম/

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়) :

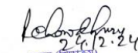
১. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৩. মুখ্য প্রোগ্রাম পরিচালক, সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/হুমিদ্দা/যশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম/বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।
৬. ফোকাল পয়েন্ট, বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা/হুমিদ্দা/যশোর/বরিশাল/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/চট্টগ্রাম/বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড।
৯. অফিস কপি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

এসএসসি/সমমান পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বিভাজন
(২০২৬ সালের পরীক্ষা থেকে কার্যকর)

ক্রম	বিষয়	পূর্ণন ম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
১.	বাংলা প্রথম পত্র	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য ২০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ গদ্য অংশ থেকে ৪টি, কবিতা অংশ থেকে ৪টি করে মোট ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ গদ্য অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি, কবিতা অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ সহপাঠ (উপন্যাস অংশ থেকে) ৪টি বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। [প্রত্যেকটি প্রশ্নের ২টি অংশ থাকবে। ক অংশের জন্য ৩ এবং খ অংশের জন্য ৭ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।] বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। গদ্য অংশ থেকে ১৫টি, কবিতা অংশ থেকে ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
২.	বাংলা দ্বিতীয় পত্র	১০০	রচনামূলক অংশের জন্য ৭০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। রচনামূলক অংশ: ✓ অনুচ্ছেদ রচনা: (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ চিঠিপত্র/সংবাদ প্রতিবেদন (২টির মধ্য হতে ১টি): ১০ নম্বর ✓ সারাংশ বা সারমর্ম (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ ভাবসম্প্রসারণ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ বাংলায় অনুবাদ (১টি): ১০ নম্বর ✓ প্রবন্ধ/রচনা (৩টি বর্ণনামূলক রচনা থেকে ১টি): ২০ নম্বর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (ব্যাকরণ এবং নির্মিত অংশের বাগধারা, বাক্য সংকোচন ও প্রবাদ-প্রবচন) ✓ ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১ ✓ সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	




২৬/১২/২৪
সদস্য (শিক্ষাভিবেশ)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

৩.	গণিত	১০০	সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ ‘ক’ বিভাগ (বীজগণিত) অংশ থেকে ২টি, ‘খ’ বিভাগ (জ্যামিতি) অংশ থেকে ২টি, ‘গ’ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) অংশ থেকে ২টি এবং ‘ঘ’ বিভাগ (পরিসংখ্যান) অংশ থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ১২-১৫টি, জ্যামিতি অংশ থেকে ১০-১৩টি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।						
৪.	English 1st Paper	100	Skills/ Area	Marks	Test Item			Item Marks	
			Part-A: Reading	70	1.	MCQ	Seen Comprehension	1x7	7
					2.	Answering questions		2x5	10
					3.	Gap filling		1x5	5
					4.	Information Transfer	Unseen Passage	1x5	5
					5.	Writing summary		10	
					6.	Matching		1x5	5
					7.	Re-arranging sentences		1x8	8
					8.	Answering questions from poems in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
					9.	Answering questions from stories in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
			Part-B: Writing	30	10.	Completing stories	15		
					11.	Writing dialogues	15		
					Total			100	
৫.	English 2 nd Paper	100	Part-A: Grammar	60	1.	Gap filling with clues	1x10	10	
					2.	Substitution table	1x5	05	
					3.	Right form of Verbs	1x10	10	
					4.	Changing sentences (Affirmative, Negative, Assertive, Interrogative, Exclamatory, Simple, Complex,	1x10	10	

২৬.১২.২৪
সদস্য (শিক্ষক)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

					Compound)			
					5.	Tag questions	1x5	05
					6.	Suffixes and Prefixes	1x5	05
					7.	Preposition	1x5	05
					8.	Connectors/ Linking words	1x5	05
					9.	Punctuation and Capitalization		05
			Part B: Writin g	40	1.	Writing paragraph		10
					2.	Writing- E-mail/letter/application		10
					3.	Writing short composition		20
					Total			100
৬.	● বিজ্ঞান ● বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ● বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা ● অর্থনীতি ● পৌরনীতি ও নাগরিকতা ● ভূগোল ও পরিবেশ ● ব্যবসায় উদ্যোগ ● ইসলাম শিক্ষা ● হিন্দুধর্ম শিক্ষা ● বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ● খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা	প্রতি টি বিষ য়ে ১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ প্রতিটি বিষয়ে ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: প্রতিটি বিষয়ে ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে, ১০টির উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বি.দ্র. ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য নির্ধারিত পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে।					
৭.	হিসাববিজ্ঞান	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ২০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের নম্বর ২০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের প্রশ্ন থাকবে এবং একটিই উত্তর দিতে হবে। ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ৭টি থাকবে, ৫টি উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।					



Signature
২৬.১২.২৪
সদস্য (নির্বাহী)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা

৮.	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ফিন্যান্স অংশ হতে ৫টি এবং ব্যাংকিং অংশ হতে ৩টি মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রতিটি অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ✓ ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
৯.	● পদার্থবিজ্ঞান ● রসায়ন ● জীববিজ্ঞান ● কৃষিশিক্ষা ● গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ: ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১; ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ৭টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যবহারিক অংশ (একটি পরীক্ষণ): ✓ পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/অনুশীলন। ১৫ নম্বর ✓ ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ৫ নম্বর ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর বি.দ্র. এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য নির্ধারিত পুনর্বিদ্যাসূচী পাঠ্যসূচী থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে।	
১০.	উচ্চতর গণিত		✓ তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ (সৃজনশীল): ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১।	

২৫.১২.২৪
সদস্য (শিক্ষাবিভাগ)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

			✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) থেকে ৩টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি ও ভেক্টর) থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা) থেকে ২টি করে মোট ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তথ্যীয় অংশ (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন): ৭টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তথ্যীয় অংশ (বহুনির্বাচনি): ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ০৮-১২টি, জ্যামিতি ও ভেক্টর অংশ থেকে ০৮-১২টি এবং ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যবহারিক অংশ: ✓ পরীক্ষণের ৫টি কার্যক্রম থাকবে। ২টি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ১০×২=২০ নম্বর পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/ ✓ অনুশীলন: ২০ নম্বর (প্রত্যেক কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন: ২ নম্বর: সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ: ৩ নম্বর: লেখচিত্র অঙ্কন ও উপাত্ত বিশ্লেষণ: ৩ নম্বর। ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ২ নম্বর) ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
১১.	শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা	৫০	তথ্যীয় ২০ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। তথ্যীয় অংশ ● অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট : ১০ নম্বর ● শ্রেণি অভীক্ষা : ১০ নম্বর ✓ কমপক্ষে ২টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শ্রেণি অভীক্ষাটির নম্বর বিবেচনা করতে হবে। ✓ কমপক্ষে ১টি অনুসন্ধানমূলক কাজ মূল্যায়ন করতে হবে। ব্যবহারিক অংশ ● খেলাধুলায় অংশগ্রহণ : ২০ নম্বর ● খেলাধুলায় পারদর্শিতা : ১০ নম্বর ব্যবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা ✓ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কমপক্ষে ১টি খেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ✓ মাঠে শিক্ষার্থীর খেলাধুলায় অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
১২.	চারু ও কারুকলা	১০০	তথ্যীয় (৭৫ নম্বর) ১। বিষয়ভিত্তিক/বর্ণনামূলক ছবি অঙ্কন: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১৫ × ১ = ১৫ (নির্দেশনা : ডইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ২। রেখাচিত্র: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১০ × ১ = ১০ ৩। মাপ অনুযায়ী নকশা ঐকে রং করা (সাদা-কালো) ৩টি বিষয় থেকে ১টি বিষয়ের উত্তর দিতে হবে। ১৫ × ১ = ১৫ (নির্দেশনা : ডইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ৪। বর্ণনামূলক অংশ (চারুকলা থেকে ৩টি ও কারুকলা থেকে ৩টি প্রশ্ন থাকবে) উভয় অংশ থেকে ২টি করে মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৫ × ৪ = ২০	

২৬/১২/২৪
সদস্য (দিক্টর)
জাতীয় শিক্ষণীয় ও পাঠ্যপুস্তক পরিষদ
ঢাকা

			৫। বহুনির্বাচনি অংশ: ১৫টি প্রশ্ন থেকে সবগুলো উত্তর দিতে হবে। $১ \times ১৫ = ১৫$ ব্যবহারিক (২৫ নম্বর) ১। ছবি আঁকা : ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। $১ \times ১০ = ১০$ (নির্দেশনা : ডাইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ২। নকশা আঁকা: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১০ (নির্দেশনা : ডাইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ৩। মৌখিক ৫	
১৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	তত্ত্বীয় অংশের জন্য ২৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ • ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১ নম্বর। • সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৮টি থাকবে। ✓ ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ✓ প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২। ব্যবহারিক অংশ • যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/ প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/অঙ্কন/ পর্যবেক্ষণ/ শনাক্তকরণ/অনুশীলন: ১৫ নম্বর • প্রতিবেদন প্রণয়ন: ৫ নম্বর • মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর ব্যবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা • শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ব্যবহারিক কাজসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ড ব্যবহারিক কাজের একটি তালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করতে পারে। • সম্পন্ন ব্যবহারিক কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৩টি ব্যবহারিক কাজের নম্বর গড় করতে হবে। • ব্যবহারিক কাজের প্রাপ্ত গড় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন। শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবে।	
১৪	কারিয়ার শিক্ষা	৫০	✓ তত্ত্বীয় ৩০ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২০ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ • শ্রেণির কাজ : ১০ নম্বর • শ্রেণি অভীক্ষা : ২০ নম্বর ✓ কমপক্ষে ১টি শ্রেণির কাজ মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করতে হবে। ✓ কমপক্ষে ২টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শ্রেণি অভীক্ষাটির নম্বর বিবেচনা করতে হবে। ব্যবহারিক অংশ • ব্যবহারিক কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট/অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রজেক্ট : ২০ নম্বর ব্যবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা • ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পুনর্নির্নাসকৃত পাঠ্যসূচিতে উল্লিখিত ব্যবহারিক কাজ/অ্যাসাইনমেন্ট/অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রজেক্ট থেকে ২টি কাজ সম্পন্ন করে ব্যবহারিকের নম্বর প্রদান করতে হবে।	

সদস্য (শিক্ষার্থী)
 জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
 ঢাকা

১৫.	● সংগীত	১০০	তত্ত্বীয় অংশ (নম্বর-৩০) সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ৮ (আট) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। $৫ \times ২ = ১০$ রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন: ৪ (চার) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ২ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। $২ \times ১০ = ২০$ ব্যবহারিক অংশ (নম্বর-৭০) ১/ ২টি খেয়াল পরিবেশন $১০ \times ২ = ২০$ ২/ পরিচয়সহ হাতে তালি দিয়ে তাল প্রদর্শন $১০ \times ১ = ১০$ ৩/ ৪টি বিষয়ভিত্তিক গান পরিবেশন $১০ \times ৪ = ৪০$ বিঃদ্রঃ তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।	
১৬.	● আরবি ● সংস্কৃত ● পালি ● বেসিক ট্রেড ● *শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া (*শুধু বিকেএসপি এর জন্য)	১০০	● নম্বর বিভাজন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তর পত্র মূল্যায়নে প্রচলিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।	

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

এসএসসি/সমমান পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশনা ও নম্বর বিভাজন
(২০২৭ সালের এসএসসি/সমমান পরীক্ষা থেকে কার্যকর)

ক্রম	বিষয়	পূর্ণনম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
১.	বাংলা প্রথমপত্র	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ গদ্য থেকে ৪টি, কবিতা থেকে ৪টি করে মোট ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ গদ্য ও কবিতা থেকে কমপক্ষে ২টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বর্ণনামূলক প্রশ্ন: ✓ সহপাঠ: উপন্যাস থেকে ২টি এবং নাটক থেকে ২টি করে মোট ৪টি প্রশ্ন থাকবে। উপন্যাস থেকে ১টি এবং নাটক থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। [প্রত্যেকটি প্রশ্নের ২টি অংশ থাকবে। ক অংশের জন্য ৩ এবং খ অংশের জন্য ৭ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।] বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ গদ্য থেকে ১৫টি এবং কবিতা থেকে ১৫টি করে মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বি.দ্র. ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে।	
২.	বাংলা দ্বিতীয় পত্র	১০০	নির্মিতি অংশের জন্য ৭০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। নির্মিতি অংশ: ✓ অনুচ্ছেদ রচনা: (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ চিঠিপত্র/সংবাদ প্রতিবেদন (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ সারাংশ বা সারমর্ম (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ ভাব-সম্প্রসারণ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ বাংলায় অনুবাদ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ প্রবন্ধ রচনা (৩টি থেকে ১টি): ২০ নম্বর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (ব্যাকরণ অংশ) ✓ ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১ ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	



০৪.০২.২০২৫
সহকারী (প্রশাসনিক)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

৩.	গণিত	১০০	সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) অংশ থেকে ২টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি) অংশ থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) অংশ থেকে ২টি এবং 'ঘ' বিভাগ (পরিসংখ্যান) অংশ থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ১২-১৫টি, জ্যামিতি অংশ থেকে ১০-১৩টি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।						
৪.	English 1st Paper	100	Skills/ Area	Marks	Test Item			Item Marks	
			Part-A: Reading	70	1.	MCQ	Seen Comprehension	1x7	7
					2.	Answering questions		2x5	10
					3.	Gap filling		1x5	5
					4.	Information Transfer	Unseen Passage	1x5	5
					5.	Writing summary		10	
					6.	Matching		1x5	5
					7.	Re-arranging sentences		1x8	8
					8.	Answering questions from poems in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
					9.	Answering questions from stories in English For Today (any 5 out of 8)		2x5	10
			Part-B: Writing	30	10.	Completing stories	15		
					11.	Writing dialogues	15		
					Total			100	
৫.	English 2 nd Paper	100	Part-A: Grammar	60	1.	Gap filling with clues		1x10	10
					2.	Substitution table		1x5	05
					3.	Right form of Verbs		1x10	10
					4.	Changing sentences (Affirmative, Negative, Assertive, Interrogative, Exclamatory, Simple, Complex,		1x10	10

Kelvin Denny
04.02.2025
করসা (শিক্ষাভ্যাস)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

					Compound)		
					5. Tag questions	1x5	05
					6. Suffixes and Prefixes	1x5	05
					7. Preposition	1x5	05
					8. Connectors/ Linking words	1x5	05
					9. Punctuation and Capitalization		05
			Part B: Writin g	40	1. Writing paragraph		10
					2. Writing- E-mail/letter/application		10
					3. Writing short composition		20
					Total		100
৬.	● বিজ্ঞান ● বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ● বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা ● অর্থনীতি ● পৌরনীতি ও নাগরিকতা ● ভূগোল ও পরিবেশ ● ব্যবসায় উদ্যোগ ● ইসলাম শিক্ষা ● হিন্দুধর্ম শিক্ষা ● বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ● খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা	প্রতি টি বিষ য়ে ১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ প্রতিটি বিষয়ে ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: প্রতিটি বিষয়ে ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে, ১০টির উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।				
৭.	হিসাববিজ্ঞান	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ২০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের নম্বর ২০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ একটি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের প্রশ্ন থাকবে এবং একটিই উত্তর দিতে হবে ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ৭টি থাকবে, ৫টি উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।				
৮.	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২				

সচিব (বিদ্যালয়)
 মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
 ঢাকা

			এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ফিন্যাপ্স অংশ হতে ৫টি এবং ব্যাংকিং অংশ হতে ৩টিসহ মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রতিটি অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ✓ ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
৯.	● পদার্থবিজ্ঞান ● রসায়ন ● জীববিজ্ঞান ● কৃষিশিক্ষা ● গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ: ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১; ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ৭টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যবহারিক অংশ (একটি পরীক্ষণ): ✓ পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/অনুশীলন। ১৫ নম্বর ✓ ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ৫ নম্বর ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
১০.	উচ্চতর গণিত		✓ তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ (সৃজনশীল): ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। ✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) থেকে ৩টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি ও ভেক্টর) থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা) থেকে ২টি করে মোট ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তত্ত্বীয় অংশ (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন):	

০৪.০২.২০২৫
 সচিব (শিক্ষাভ্যাস)
 জাতীয় শিক্ষণিক ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
 ঢাকা

			৭টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তথ্যীয় অংশ (বহুনির্বাচনি): ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ০৮-১২টি, জ্যামিতি ও ভেক্টর অংশ থেকে ০৮-১২টি এবং ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যাবহারিক অংশ: ✓ পরীক্ষণের ৫টি কার্যক্রম থাকবে। ২টি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ১০×২=২০ নম্বর পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/ ✓ অনুশীলন: ২০ নম্বর (প্রত্যেক কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন: ২ নম্বর; সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ: ৩ নম্বর; লেখচিত্র অঙ্কন ও উপাত্ত বিশ্লেষণ: ৩ নম্বর। ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ২ নম্বর) ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
১১.	শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা	৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (কোর্স ওয়ার্কভিত্তিক মূল্যায়ন): - শ্রেণির কাজ - অনুসন্ধানমূলক/ব্যাবহারিক/কাজ/কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট - শ্রেণি অভীক্ষা	
১২.	চারু ও কারুকলা	১০০	তথ্যীয় (৭৫ নম্বর) ১। বিষয়ভিত্তিক/বর্ণনামূলক ছবি অঙ্কন: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১৫ × ১ = ১৫ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ২। রেখাচিত্র: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১০ × ১ = ১০ ৩। মাপ অনুযায়ী নকশা ঐকে রং করা (সাদা-কালো) ৩টি বিষয় থেকে ১টি বিষয়ের উত্তর দিতে হবে। ১৫ × ১ = ১৫ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৮ ও রং লেপনের জন্য ৭ নম্বর) ৪। বর্ণনামূলক অংশ (চারুকলা থেকে ৩টি ও কারুকলা থেকে ৩টি প্রশ্ন থাকবে) উভয় অংশ থেকে ২টি করে মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৫ × ৪ = ২০ ৫। বহুনির্বাচনি অংশ: ১৫টি প্রশ্ন থেকে সবগুলো উত্তর দিতে হবে। ১×১৫=১৫ ব্যাবহারিক (২৫ নম্বর) ১। ছবি আঁকা : ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১ × ১০ = ১০ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ২। নকশা আঁকা: ২টি প্রশ্ন থেকে ১টি উত্তর দিতে হবে। ১০ (নির্দেশনা : ড্রইংয়ের জন্য ৫ ও রং লেপনের জন্য ৫ নম্বর) ৩। মৌখিক ৫	
১৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	তথ্যীয় অংশের জন্য ২৫ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তথ্যীয় অংশ ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১ নম্বর।	

০৭.০২.২০২৫

সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ
ঢাকা

			• সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৮টি থাকবে। ✓ ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ✓ প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২। ব্যবহারিক অংশ • যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/ প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/অঙ্কন/ পর্যবেক্ষণ/ শনাক্তকরণ/অনুশীলন: ১৫ নম্বর • প্রতিবেদন প্রণয়ন: ৫ নম্বর • মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর ব্যবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা • শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ব্যবহারিক কাজসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ড ব্যবহারিক কাজের একটি তালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করতে পারে। • সম্পন্ন ব্যবহারিক কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৩টি ব্যবহারিক কাজের নম্বর গড় করতে হবে। • ব্যবহারিক কাজের প্রাপ্ত গড় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন। শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবে।	
১৪	কারিয়ার শিক্ষা	৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (কোর্স ওয়ার্কভিত্তিক মূল্যায়ন): • শ্রেণির কাজ • অনুসন্ধানমূলক/ব্যবহারিক/কাজ/কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্ট • শ্রেণি অভীক্ষা	
১৫.	• সংগীত	১০০	তথ্যীয় অংশ (নম্বর-৩০) সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ৮ (আট) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। $৫ \times ২ = ১০$ রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন: ৪ (চার) টি প্রশ্ন থাকবে, যেকোনো ২ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। $২ \times ১০ = ২০$ ব্যবহারিক অংশ (নম্বর-৭০) ১/ ২টি খেয়াল পরিবেশন $১০ \times ২ = ২০$ ২/ পরিচয়সহ হাতে তালি দিয়ে তাল প্রদর্শন $১০ \times ১ = ১০$ ৩/ ৪টি বিষয়ভিত্তিক গান পরিবেশন $১০ \times ৪ = ৪০$ বিঃদ্রঃ তথ্যীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।	
১৬.	• আরবি • সংস্কৃত • পালি • বেসিক ড্রইড • *শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া (*শুধু বিকেএসপি এর জন্য)	১০০	• নম্বর বিভাজন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তর পত্র মূল্যায়নে প্রচলিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।	

বি.দ্র.: ২০২৭ সালে অনুষ্ঠেয় এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচিতে অনুষ্ঠিত হবে।

Kelvin Denny
04.02.2025

সচিব (শিক্ষা)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন

ক্রম	ক্ষেত্র/কোর্সওয়ার্ক	নম্বর
১.	শ্রেণির কাজ	২০
২.	অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট	১০
৩.	শ্রেণি অভীক্ষা	২০
	মোট	৫০

❖ শ্রেণির কাজের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

- প্রশ্নের উত্তর লেখা (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন)
- মৌখিক উপস্থাপনা
- ছবি, চিত্র, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র আঁকা
- দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ
- বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ
- ভূমিকাভিনয়
- ব্যবহারিক কাজ
- আরবি, সংস্কৃত ও পালি বিষয়ের জন্য শোনা, বলা, পড়া, লেখা, ইত্যাদি।

❖ অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যবহারিক কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

- শুধু মুখস্থনির্ভর নয় বরং শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে এমন হাতে-কলমে কাজ, ব্যবহারিক কাজ, প্রজেক্ট তৈরি, মডেল তৈরি, অ্যাসাইনমেন্ট ও সীমিত পরিসরে অনুসন্ধানমূলক কাজ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা প্রভৃতি।

❖ শ্রেণি অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

- লিখিত ও ব্যবহারিক কাজ
- লিখিত অংশের প্রশ্ন নির্বাচনধর্মী বা সরবরাহধর্মী-উভয়ই হতে পারে। যেমন-বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন, প্রেক্ষাপটনির্ভর রচনামূলক প্রশ্ন, ইত্যাদি।
- শ্রেণি অভীক্ষা শিখন-শেখানো কার্যক্রমেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই ও শিখন ঘাটতি নিরূপণ করাই এ অভীক্ষার উদ্দেশ্য। শিখন ঘাটতি নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফলাবর্তন (Feedback) দেওয়া এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বল্প সময়ে (১০/১৫মিনিট) এ অভীক্ষা নেওয়া হবে। অভীক্ষা নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐ দিনের নির্ধারিত শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তাই ঘটা করে বা আনুষ্ঠানিকভাবে সময় ও তারিখ নির্ধারণ করে ও শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে শ্রেণি অভীক্ষার আয়োজন করা যাবে না। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এ উপলক্ষ্যে কোনোভাবেই কোনোরূপ ফি বা অর্থ নেওয়া যাবে না।

❖ মূল্যায়ন নির্দেশনা

ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ডে প্রদর্শন করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীর ফলাফল ও গ্রেড নির্ধারণে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর অন্তর্ভুক্ত হবে না।



K. R. D. D. D.
০৭.০২.২০২৫
সদস্য (সিগনচার)
জাতীয় শিক্ষণ ও পাঠ্যপুস্তক-কর্তৃ
সংস্থা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

সংশোধিত

দাখিল পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন

(২০২৭ সালের দাখিল পরীক্ষা থেকে কার্যকর)

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
১.	কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ (১০১)	১০০	ক-বিভাগ, সঠিক উত্তর লিখন, মান- ৪০ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখতে হবে। [সুরা বাকারা থেকে ১৮টি, সুরা আলে ইমরান থেকে ১০টি, নির্বাচিত বিষয় থেকে ৬টি এবং তাজভিদ থেকে ৬টি সহ মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে; ৪০টির উত্তর লিখতে হবে] খ-বিভাগ, মান-৪০ আয়াতের অনুবাদসহ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। সুরা বাকারা থেকে ৪টি এবং সুরা আলে ইমরান থেকে ৩টিসহ মোট ৭টি প্রশ্ন থাকবে। সুরা আলে ইমরান থেকে কমপক্ষে ১টিসহ যেকোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। (প্রতিটি প্রশ্নে ক-অনুবাদ, মান-৫, খ-শানে নুয়ুল/ব্যাক্যা/আয়াত সংশ্লিষ্ট ছোট প্রশ্ন/তারকিব, মান-৩, গ-তাহকিক, মান-২) গ-বিভাগ, মান-১০ বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। নির্বাচিত বিষয় থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে; যেকোনো ২টির উত্তর দিতে হবে। ঘ-বিভাগ, মান-১০ বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। তাজভিদ অংশ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে; যেকোনো ২টির উত্তর দিতে হবে।	
২.	হাদিস শরিফ (১০২)	১০০	ক-বিভাগ, সঠিক উত্তর লিখন, মান- ৪০ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখতে হবে। [হাদিস পরিচিতি ও উসূলে হাদিস অংশ থেকে ৫টি এবং হাদিস অংশ থেকে ৩৫টিসহ মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে; ৪০টির উত্তর লিখতে হবে] খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্ন, মান- ৫০ হাদিসের অনুবাদসহ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। ৯টি প্রশ্ন থাকবে; ৫টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান- ১০। (প্রতিটি প্রশ্নে ক-অনুবাদ, মান-৫, খ-হাদিস সংশ্লিষ্ট ছোট প্রশ্ন/ব্যাক্যা/তারকিব, মান-৩, গ-তাহকিক, মান-২) গ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্ন, মান- ১০ ১- হাদিস পরিচিতি ও উসূলে হাদিস: ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ ২-হাদিস মুখস্থ লিখন (প্রশ্নে উদ্ধৃত হাদিস ব্যতীত যেকোনো ১টি): মান-৫	

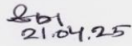
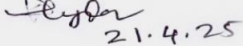
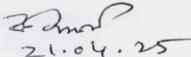
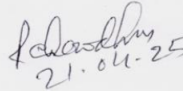
৪৮১
২১.০৪.২৫

২১.৪.২৫

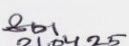
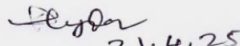
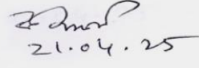
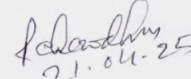
২১.০৪.২৫

২১.০৪.২৫

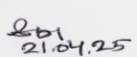
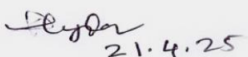
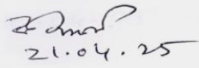
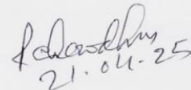
ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
৩.	আরবি প্রথম পত্র (১০৩)	১০০	(الف) النص المدروس، الدرجات: 30 8 1- الأسئلة والأجوبة (أربعاً) : 2- الأسئلة المتعلقة بالنص (أربعاً) (ترتيب الكلمات - صحيح وخطأ - تحويل العدد مع تكوين الجملة - الألفاظ المرادفة والمتضادة، استخراج الأفعال/ الأسماء مع التحويل، صوغ الحوار باستخدام الكلمات - الوصل بين المجموعتين) : 16 3- تحقيق الكلمات (ثلاثاً) : 6 (ب) النظم، الدرجات: 20 10 4- الأسئلة للأجوبة المفصلة (واحداً من ثلاثة): 5 5- الاسئلة للأجوبة الموجزة (واحداً من ثلاثة): 5 6- التشریح (واحداً من ثلاثة) : (ج) اختبار المفردات، الدرجات: 30 10 7- إملأ فراغ الجمل الآتية مع القرائن (خمسة) : 10 8- إملأ فراغ الجمل الآتية بدون القرائن المتعلقة بالقواعد (خمسة) : 10 9- كتابة الترجمة إلى البنغالية من الكتاب المقرر (اثنين من ثلاثة): (د) اختبار الكتابة، الدرجات: 20 10 10- تكوين الحوار (واحداً من اثنين) : 10 11- كتابة الفقرة على أساس الأجوبة من الأسئلة الآتية (واحداً من اثنين)	
৪.	আরবি দ্বিতীয় পত্র (১০৪)	১০০	(الف) القواعد واختبار القواعد: الدرجات: 55 10 1- الأسئلة للأجوبة الموجزة من قسم الصرف (اثنين من أربعة) : 20 2- الاسئلة للأجوبة الموجزة من قسم النحو (أربعاً من ستة) : 3- اختبار القواعد: (خمسة من ثمانية) : الدرجات: 25 (استخراج الاصطلاحات الصرفية والنحوية وتعيينها، إملأ الفراغ بالقرائن المتعلقة بالقواعد، محل الإعراب، تركيب الجملة، تغيير الجملة حسب القواعد، تصحيح، تشكيل، تعيين العامل والمعمول وغير ذلك): 25 (ب) الترجمة والإنشاء: الدرجات: 45 10 4- الترجمة من العربية الى البنغالية (خمسة من سبعة) : 10 5- الترجمة من البنغالية إلى العربية (خمسة من سبعة) : 10 6- كتابة العريضة أو الرسالة : (واحداً من اثنين) : 15 7- كتابة المقالة (واحداً من ثلاثة) :	
৫.	আকাইদ ও ফিকহ (১০৩)	১০০	ক-বিভাগ, সঠিক উত্তর লিখন, মান- ৪০ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখতে হবে। [আকাইদ অংশ থেকে ১২টি, ফিকহ অংশ থেকে ১২টি, আখলাক অংশ থেকে ৮টি এবং উসুল অংশ থেকে ০৮টি মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে; ৪০টির উত্তর লিখতে হবে]	

 21.04.25
 21.04.25
 21.04.25
 21.04.25

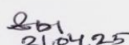
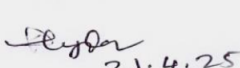
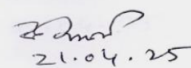
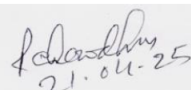
ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্ন, মান- ৬০ আকাইদ অংশের ২টি থেকে ১টি, ফিকহ অংশের ৩টি থেকে ২টি, আখলাক অংশের ২টি থেকে ১টি, উসুলুল ফিকহ অংশের ২টি থেকে ১টি এবং ইলমে ফিকহ ও উসুলে ফিকহের ইতিহাস অংশের ২টি থেকে ১টি করে মোট ১১টি প্রশ্ন থাকবে। ৬টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-১০	
৬.	ইসলামের ইতিহাস (১০৯)	১০০	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, মান-৩০ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১ সৃজনশীল প্রশ্ন, মান-৫০ ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মান-১০ ['ক' বিভাগ (১ম অধ্যায়) থেকে ২টি, 'খ' বিভাগ (২য় অধ্যায়) থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (৩য় অধ্যায়) থেকে ২টি এবং 'ঘ' বিভাগ (৪র্থ অধ্যায়) থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।] সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, মান-২০ ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান-২	
৭.	মানতিক (১১২)	১০০	ক-বিভাগ, এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৫০ ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে, ২৫টির উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০ ১. নির্ধারিত পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ৪টি এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদ থেকে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ২টি প্রশ্নসহ মোট ৬টি প্রশ্ন থাকবে; ৩টির উত্তর দিতে হবে। মান-৩৬ ২. ৪টি টীকা থাকবে; ২টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১৪	
৮.	উর্দু (১১৬)	১০০	ক-বিভাগ, এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৫০ গদ্য থেকে ১২টি, পদ্য থেকে ১২টি এবং ব্যাকরণ থেকে ১১টি প্রশ্নসহ মোট ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে; ২৫টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান- ২। খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০ ১। গদ্যাংশ, মান-১৩ ক) মাতৃভাষায় অনুবাদ (২টি অনুচ্ছেদ থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৫ খ) রচনামূলক প্রশ্ন (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৫ গ) ব্যাখ্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৩ ২। পদ্যাংশ, মান-১২ ক) মাতৃভাষায় অনুবাদ (২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৪ খ) রচনামূলক প্রশ্ন (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৫ গ) ব্যাখ্যা (৩টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৩ ৩। ব্যাকরণগত প্রশ্ন: (৪টি প্রশ্ন থাকবে, ২টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৮ ৪। বাংলা থেকে উর্দুতে অনুবাদ: ৫টি বাক্য থাকবে, ৩টির অনুবাদ লিখতে হবে), মান ৬ ৫। উর্দুতে দরখাস্ত/পত্র লিখন: (২টি প্রশ্ন থাকবে ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৪ ৬। উর্দুতে রচনা লিখন: (৪টি বিষয় থাকবে ১টির উত্তর লিখতে হবে), মান-৭	
৯.	ফার্সি (১২৩)	১০০	ক-বিভাগ, এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৫০ গদ্যাংশ থেকে ১৪টি, পদ্যাংশ থেকে ১৪টি, ব্যাকরণ অংশ থেকে ৭টিসহ মোট ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে,	

 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫

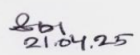
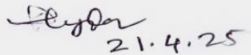
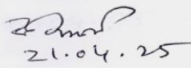
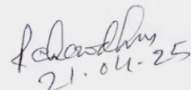
ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			২৫টির উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০ ১. গদ্যাংশ-১৫ ক) বড় প্রশ্ন: ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১০ খ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (গদ্যাংশ): ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ ২. পদ্যাংশ-১৫ ক) বড় প্রশ্ন: ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১০ খ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (পদ্যাংশ): ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ ৩. ব্যাকরণমূলক প্রশ্ন: ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫ ৪. বাংলা থেকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ: ৮টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১০ ৫. ফার্সি ভাষায় রচনা লিখন: ৪টি উদ্ধৃতি থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৫	
১০.	তাজভিদ নসর ও নজম (মুজাব্বিদ গ্রুপ) (১১৯)	১০০	ক-বিভাগ, এক কথায়/ এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৫০ ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে, ২৫টির উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৫০ ১. নসর অংশ থেকে ৬টি প্রশ্ন থাকবে, ৩টির উত্তর লিখতে হবে। মান-৩৬ ২. নজম অংশ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে, ২টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১৪	
১১.	কিরাতাতে তারতিল ও হাদর (মৌখিক) (১২০)	১০০	(ক) কিরাতাতে তারতিল, মান-৫০ বোর্ড কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পরীক্ষক মোট ৫টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের তারতিলসহ বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন। (খ) কিরাতাতে হাদর, মান-৫০ বোর্ড কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত পরীক্ষক ৫টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের হাদরসহ বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন।	
১২.	তাজভিদ (হিফজুল কুরআন) লিখিত-৭৫, মৌখিক-২৫ (১২১)	১০০	ক-বিভাগ, এক কথায়/ এক বাক্যে উত্তর লিখন, মান-৩৬ ২৮টি প্রশ্ন থাকবে, ১৮টির উত্তর লিখতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান-২। খ-বিভাগ, রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখন, মান-৩৯ ১. নসর অংশ থেকে ৪টি প্রশ্ন থাকবে, ২টির উত্তর লিখতে হবে। মান-২৬ ২. নয়ম অংশ থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে, ১টির উত্তর লিখতে হবে। মান-১৩ মৌখিক পরীক্ষা, মান-২৫ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক ৫টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন।	
১৩.	হিফজুল কুরআন দাওর (মৌখিক) (১২২)	১০০	হিফজুল কুরআন মৌখিক পরীক্ষা, মান-১০০ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হিফজুল কুরআনের মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষক ১০টি প্রশ্ন করবেন। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের মুখস্থ বিশুদ্ধ পঠন ও অভিজ্ঞতার উপর মূল্যায়ন করবেন।	
১৪.	বাংলা প্রথম পত্র (১৩৪)	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি বর্ণনামূলক প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ গদ্য থেকে ৪টি, কবিতা থেকে ৪টি করে মোট ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে।	

 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫

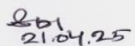
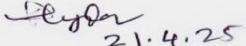
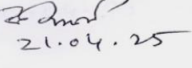
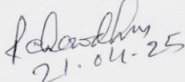
ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			✓ গদ্য ও কবিতা থেকে কমপক্ষে ২টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন: ✓ গদ্য থেকে ৮টি, কবিতা থেকে ৭ টি করে মোট ১৫টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যেকোন ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ গদ্য থেকে ১৫টি এবং কবিতা থেকে ১৫টি করে মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বি.দ্র.-২০২৭ সালের দাখিল পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি থেকে বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল এবং সংক্ষিপ্ত- উত্তর প্রশ্ন থাকবে।	
১৫.	বাংলা দ্বিতীয় পত্র (১৩৫)	১০০	নির্মিত অংশের জন্য ৭০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। নির্মিত অংশ: ✓ অনুচ্ছেদ রচনা: (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ চিঠিপত্র/সংবাদ প্রতিবেদন (২টির মধ্য হতে ১টি): ১০ নম্বর ✓ সারাংশ বা সারমর্ম (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ ভাবসম্প্রসারণ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ বাংলায় অনুবাদ (২টি থেকে ১টি): ১০ নম্বর ✓ প্রবন্ধ/রচনা (৩টি বর্ণনামূলক রচনা থেকে ১টি): ২০ নম্বর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: (ব্যাকরণ অংশ) ✓ ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১। ✓ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	
১৬.	গণিত (১০৮)	১০০	সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ 'ক' বিভাগ (বীজগণিত) অংশ থেকে ২টি, 'খ' বিভাগ (জ্যামিতি) অংশ থেকে ২টি, 'গ' বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি) অংশ থেকে ২টি এবং 'ঘ' বিভাগ (পরিসংখ্যান) অংশ থেকে ২টি করে মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: ১৫টি প্রশ্ন থাকবে, ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ১২-১৫টি, জ্যামিতি অংশ থেকে ১০-১৩টি, ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে।	

 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫
 ২১.০৪.২৫

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন							মন্তব্য
			✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।							
১৭.	English 1st Paper (136)	100	Skills/ Area	Marks	Test Item				Item Marks	
			Part-A: Reading	70	1.	MCQ	Seen Comprehension	1x7	7	
					2.	Answering questions		2x5	10	
					3.	Gap filling		1x5	5	
					4.	Information Transfer	Unseen Passage	1x5	5	
					5.	Writing summary		10		
					6.	Matching		1x5	5	
					7.	Re-arranging sentences		1x8	8	
					8.	Answering questions from poems in English For Today (any 5 out of 8)			2x5	10
					9.	Answering questions from stories in English For Today (any 5 out of 8)			2x5	10
			Part-B: Writing	30	10.	Completing stories				15
					11.	Writing dialogues				15
			Total							
১৮.	English 2 nd Paper (137)	100	Part- A: Grammar	60	1.	Gap filling with clues			1x10	10
					2.	Substitution table			1x5	05
					3.	Right form of Verbs			1x10	10
					4.	Changing sentences (Affirmative, Negative, Assertive, Interrogative, Exclamatory, Simple, Complex, Compound)			1x10	10
					5.	Tag questions			1x5	05
					6.	Suffixes and Prefixes			1x5	05
					7.	Preposition			1x5	05
					8.	Connectors/ Linking words			1x5	05
					9.	Punctuation and Capitalization				05
			Part B: Writing	40	10.	Writing paragraph				10
					11.	Writing- E-mail/letter/application				10
					12.	Writing short composition				20
			Total							
১৯.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১৪৩) পৌরনীতি ও নাগরিকতা (১১১)	প্রতি টি বিষ য়ে ১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। সৃজনশীল প্রশ্ন: ✓ প্রতিটি বিষয়ে ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: প্রতিটি বিষয়ে ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে, ১০টির উত্তর দিতে হবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।							

 21.04.25
  21.04.25
  21.04.25
  21.04.25

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
২০.	পদার্থবিজ্ঞান (১৩০) রসায়ন (১৩১) জীববিজ্ঞান (১৩২) কৃষিশিক্ষা (১১৩) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (১১৪)	১০০	✓ প্রতিটি বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ: ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১; ✓ ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ৭টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যবহারিক অংশ (একটি পরীক্ষণ): ✓ পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/ অঙ্কন/শনাক্তকরণ/অনুশীলন। ১৫ নম্বর ✓ ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ৫ নম্বর ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
২১.	উচ্চতর গণিত (১১৫)	১০০	✓ তত্ত্বীয় অংশের জন্য ৭৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ (সৃজনশীল): ✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। ✓ ‘ক’ বিভাগ (বীজগণিত) থেকে ৩টি, ‘খ’ বিভাগ (জ্যামিতি ও ভেক্টর) থেকে ২টি, ‘গ’ বিভাগ (ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা) থেকে ২টি করে মোট ৭টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম ১টি করে প্রশ্নসহ মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তত্ত্বীয় অংশ (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন): ৭টি প্রশ্ন থাকবে, ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তত্ত্বীয় অংশ (বহুনির্বাচনি): ✓ বীজগণিত অংশ থেকে ০৮-১২টি, জ্যামিতি ও ভেক্টর অংশ থেকে ০৮-১২টি এবং ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা অংশ থেকে ৫টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে এবং সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ব্যবহারিক অংশ: ✓ পরীক্ষণের ৫টি কার্যক্রম থাকবে। ২টি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। $১০ \times ২ = ২০$ নম্বর পরীক্ষণ: যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/ ✓ অনুশীলন: ২০ নম্বর (প্রত্যেক কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন: ২ নম্বর; সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ: ৩ নম্বর; লেখচিত্র অঙ্কন ও উপাত্ত বিশ্লেষণ: ৩ নম্বর। ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ২ নম্বর) ✓ মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর	
২২.	শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা (১৪২)	৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (কোর্স ওয়ার্ক ভিত্তিক মূল্যায়ন) ✓ শ্রেণির কাজ ✓ অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট	

 21.04.25
 21.04.25
 21.04.25
 21.04.25

ক্রম	বিষয় ও কোড	পূর্ণ নম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন	মন্তব্য
			✓ শ্রেণি অভীক্ষা	
২৩.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (১৪০)	৫০	তত্ত্বীয় অংশের জন্য ২৫ নম্বর এবং ব্যবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। তত্ত্বীয় অংশ ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১ নম্বর। - সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৮টি থাকবে। ✓ ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ✓ প্রতিটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২। ব্যবহারিক অংশ - যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/অঙ্কন/পর্যবেক্ষণ/শনাক্তকরণ/অনুশীলন: ১৫ নম্বর - প্রতিবেদন প্রণয়ন: ৫ নম্বর - মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর ব্যবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা - শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ব্যবহারিক কাজসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ড ব্যবহারিক কাজের একটি তালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করতে পারে। - সম্পন্ন ব্যবহারিক কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৩টি ব্যবহারিক কাজের নম্বর গড় করতে হবে। - ব্যবহারিক কাজের প্রাপ্ত গড় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন।	
২৪.	কারিয়ার শিক্ষা	৫০	ধারাবাহিক মূল্যায়ন (কোর্স ওয়ার্কভিত্তিক মূল্যায়ন) ✓ শ্রেণির কাজ ✓ অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট ✓ শ্রেণি অভীক্ষা শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবে।	

বি. দ্র.: ২০২৭ সাল থেকে দাখিল পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

❖ ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন

ক্রম	ক্ষেত্র/ কোর্সওয়ার্ক	নম্বর
১.	শ্রেণির কাজ	২০
২.	অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যবহারিক/কাজ/প্রজেক্ট/ অ্যাসাইনমেন্ট	১০
৩.	শ্রেণি অভীক্ষা	২০
	মোট	৫০

❖ শ্রেণির কাজের অন্তর্ভুক্ত

- প্রশ্নের উত্তর লেখা (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন)
- মৌখিক উপস্থাপনা

- ছবি, চিত্র, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র আঁকা
- দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ
- বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ
- ভূমিকাভিনয়
- ব্যাবহারিক কাজ
- আরবি বিষয়ের জন্য শোনা, বলা, পড়া, লেখা, ইত্যাদি।

❖ **অনুসন্ধানমূলক কাজ/ব্যাবহারিক কাজ/প্রজেক্ট/অ্যাসাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত**

- শুধু মুখস্থনির্ভর নয় বরং শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে এমন হাতে কলমে কাজ, ব্যাবহারিক কাজ, প্রজেক্ট তৈরি, মডেল তৈরি, অ্যাসাইনমেন্ট ও সীমিত পরিসরে অনুসন্ধানমূলক কাজ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনা প্রভৃতি।

❖ **শ্রেণি অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**

- লিখিত ও ব্যাবহারিক কাজ
- লিখিত অংশের প্রশ্ন নির্বাচনধর্মী বা সরবরাহধর্মী-উভয়ই হতে পারে। যেমন-বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন, প্রেক্ষাপটনির্ভর রচনামূলক প্রশ্ন, ইত্যাদি।
- শ্রেণি অভীক্ষা শিখন-শেখানো কার্যক্রমেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই ও শিখন ঘাটতি নিরূপণ করাই এ অভীক্ষার উদ্দেশ্য। শিখন ঘাটতি নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফলাবর্তন (Feedback) দেওয়া এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বল্প সময়ে (১০/১৫মিনিট) এ অভীক্ষা নেওয়া হবে। অভীক্ষার নেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐ দিনের নির্ধারিত শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তাই ঘটা করে বা আনুষ্ঠানিকভাবে সময় ও তারিখ নির্ধারণ করে ও শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে শ্রেণি অভীক্ষার আয়োজন করা যাবে না। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এ উপলক্ষ্যে কোনোরূপ ফি বা অর্থ নেওয়া যাবে না।

❖ **মূল্যায়ন নির্দেশনা**

ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ডে প্রদর্শন করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীর ফলাফল ও গ্রেড নির্ধারণে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

❖ **বিশেষ দৃষ্টব্য :**

১. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা ও ভৌত অবকাঠামো বিবেচনা করে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান উচ্চতর গণিত বিষয়ের বরাদ্দকৃত পিরিয়ড সংখ্যা প্রয়োজনে বৃদ্ধি করে নিতে পারবে।

বিষয়ের কাঠিন্য বিবেচনা করে ইংরেজি, গণিত, উচ্চতর গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ ক্লাস রুটিনে টিফিন বিরতির পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

-০-

21.04.25 21.04.25 21.04.25 21.04.25